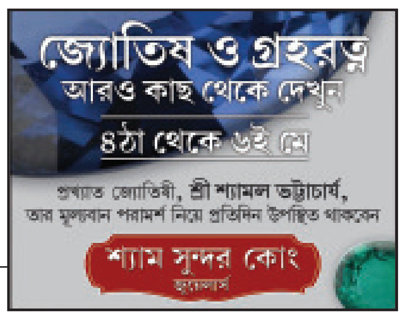

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3May, 2023 ■ আগরতলা ৩ মে, ২০২৩ ইং ■ ১৯ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত, বিনিয়োগ হবে ৩১২.৩৮ কোটি টাকা

রাজ্যে পিপিপি মডেলে মেডিকেল কলেজ স্থাপন সহ ৮টি মৌ স্বাক্ষরিত

প্রজ্ঞা ভবনে শিল্পপতিদের সাথে গোল টেবিল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। ত্রিপুরায় বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে শিল্পপতিদের সাথে গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার ওই বৈঠকের মাধ্যমে রাজ্যে বিনিয়োগের আহবান জানিয়েছে। আজ ৮টি মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। তাতে, ৩১২.৩৮ কোটি বিনিয়োগের দরজা খুলেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা অত্যন্ত খুশি হয়ে জানিয়েছেন, পিপিপি মডেলে ধলাই জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনে মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। এই পদক্ষেপ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করবে।

প্রসঙ্গত, আজ প্রজ্ঞা ভবনে শিল্পপতিদের সাথে গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ডোনার সচিব লোক রঞ্জন, ত্রিপুরার মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র প্রমুখ। এছাড়া সারা দেশের প্রায় ৭০ জন বিনিয়োগকারী এদিনের বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। তাঁরা ত্রিপুরায় বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইতিপূর্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের মাত্রা বাড়াতে ডোনার মন্ত্রক এবং এফআইসিসি আই নর্থ ইস্ট গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের উদ্যোগ নিয়েছে। তাতে, কর্মসংস্থান বাড়বে, সেই লক্ষ্য স্থির করেই এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে প্রস্তাবিত সামিট রাজ্যস্তরেও অনুষ্ঠিত হবে। ওই সামিটে রাজ্যগুলির শিল্প সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক শিল্পপতিদের সামনে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের অবগত করা হবে।

এদিনের বৈঠকে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের আধিকারিকদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরাসরি কথা বলেছেন। মূলত, কৃষি, উদ্যানশিল্প, পর্যটন, হস্ত তাঁত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার, চা, বাঁশ, তথ্য প্রযুক্তি, উচ্চ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বন ভিত্তিক পণ্য যেমন আগর নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

গত কয়েক বছরে ত্রিপুরায় শিল্প বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাস্তা, রেল, বিমান পথে যোগাযোগ আরও উন্নত হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যুৎ, শিল্পতালুক, স্পেশাল ইকোনমিক জোন, সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম এবং নয়া শিল্প নীতি ত্রিপুরায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতির নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে। ত্রিপুরায় পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিভিন্ন শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা ভাল সংখ্যক বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে। তাতে, ৩০০ কোটির অধিক বিনিয়োগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য প্রশাসনের মাঝারি স্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজ্য প্রশাসনের মাঝারি স্তরে রদবদল করা হয়েছে মঙ্গলবার রাজ্যপালের নির্দেশে টিসিএস এবং আইএএস পদে নয় জন আধিকারিকের রদ বদল হয়েছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাসকে অধিকর্তা করা হয়েছে জিএ (প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারি) এর। সেই সাথে তিনি ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সচিব তথা শিক্ষা (ওয়াইএএস) এর সচিব এবং মুখ্যমন্ত্রী সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীকে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সচিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। টি সি এস সুইথুইফ্রু মগকে জিএ (প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারি) এর অধিকর্তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বিম্বিসার ভট্টাচার্যকে সর্বশিক্ষা অভিযানের এডিশন্যাল এসপিডি পদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ। উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজের প্রথম দিন কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডক্টর ভবতোষ সাহা অন্যান্যরা।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এ বছরের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়নের কাজ। তার আগে সেরে নেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। রাজধানীর চারটি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকের উত্তরপত্রের মূল্যায়নের কাজ চলবে। অন্যদিকে দুটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মে দিবসের সমাবেশে জোড়ালো আওয়াজ

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে বিস্ফোরক মানিক সরকার, তুলাধুনা করলেন মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোতকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। গ্রেটার তিপ্রালান্ডের আওয়াজ তুলে যারা জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভাজনের রাজনীতি করছেন তাদের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় জবাব দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটবরোর সদস্য মানিক সরকার। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন তিপ্রা-মথার বিরুদ্ধে তাঁর এই তীব্র আক্রমণ তির্যক হয়েছে ভোটের পর। ভোটের আগে এই সুর এতটা তীক্ষ্ণ ছিল না বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সোমবার মে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মানিক সরকারের বক্তব্যের বেশিরভাগ অংশই ছিল গ্রেটার তিপ্রালান্ড নিয়ে। নাম না করে মাথা বা তার দলের সুপ্রিমকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন মানিকবাবু বিদেশে থাকা প্রদ্যোত এর কানে গিয়ে পৌঁছেছে। একইসঙ্গে তিনি কংগ্রেসের তৈরি করা উপজাতি যুব সমিতি এবং রাজ্যে বিজেপি সরকারকেও তুলোধনু করতে ছাড়েননি। মানিক বাবুর বক্তব্যের শুরুতেই ছিল দুই আড়াই বছর আগে গড়ে ওঠা একটা নতুন দল ১৩-১৪ হাজার উপজাতি স্বার্থে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রাজনৈতিক ময়দানকে যেভাবে সরগরম করে তুলেছে তা লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও রাজ্যে জনজাতিদের উন্নয়ন বলতে কিছুই হয়নি বলে যিনি বলে বেড়াচ্ছেন তার জানা উচিত ওই সময়কালে যারা রাজত্ব করছেন তারা তাঁরই উত্তরসূরী। অথচ তিনি বক্তৃতা করে এই কথাগুলো বলছেন। মানিক বাবুর প্রশ্ন রাজারা তাহলে কি করেছেন ? রাজপ্রাসাদ বানানো ছাড়া আর শেষের দিকে একটি কলেজ আর কয়েকটি মহকুমায় সরকারি স্কুল ছাড়া আর কি করেছেন? জলবিদ্যুৎ রাস্তাঘাট সেচ ইত্যাদি বিষয় অধরাই রয়ে গেল রাজা আমলে। মানিকবাবু বললেন রাজারা কিন্তু বাঙালি বিদ্বেষ ছিলেন না। জাতি উপজাতির ঐক্য বজায় রাখতে তারা সচেষ্ট ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুস্তি কোচের বিরুদ্ধে দুই নাবালিকাকে যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা

ধর্মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। ধর্মনগরে শীলু দেবনাথ নামে এক কুস্তি কোচের বিরুদ্ধে দুই নাবালিকার সাথে যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা নিলো ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ। মধ্যপ্রদেশে জাতীয় স্তরের কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।তাতে সুযোগ পায় ধর্মনগর এর দুজন। এদিকে শীলু দেবনাথ এর বাড়ি তিলথৈ হলেও আলগাপুর স্কুলে কুস্তির কোচিং এর কাজে নিযুক্ত। দুটি নাবালিকা সোমবার শীলু দেবনাথ এর কাছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য যায়।

কারণ মধ্যপ্রদেশে যে জাতীয় স্তরের কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তার জন্য সোমবার ছিল রেজিস্ট্রেশন করার শেষ দিন। সেখান থেকে তাদের কোচ তাদেরকে নিয়ে তার ভাড়া বাড়িতে যায়। নাবালিকা দুটি জানায় সেখানে তাদেরকে সে ভাত খায়নি বলে জানায় এবং ভাত রান্না করতে বলে। জোর জবরদস্তি তাদের পানীয় জল খাওয়ানো হয় তারপর তাদের মাথা ঘুরতে থাকে। কোন রকমে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে ভাড়া বাড়ি থেকে মেয়ে দুটি পালিয়ে বাঁচে। কোন ভাবে একদল যুবক ঘটনা জানতে পারে এবং শীলু দেবনাথকে প্রথমে তার ঘরে ঢোকার আগেই উত্তম মধ্যম দেয়।

সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে বাড়িতে আশ্রয় নিলে সেখান থেকে টেনে এনে আবার উত্তম উত্তম দিয়ে ই-রিক্সা করে হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে যাওয়ার সময় পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে ই রিক্সা আটক করে পুনরায় উত্তম মধ্যম দিতে গেলে ফায়ার সার্ভিসের খবর যায় এবং তারা উদ্ধার করে শীলু দেবনাথকে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। ত্রিপুরায় করোনার নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধি হতেই বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ৫ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে ৬ জন ওই রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১৭ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৯৪৬ জন মোট ৯৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ০.৫২ শতাংশ। এদিকে, ৬ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির দাবীতে ফের শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন এসটিজিটি উত্তীর্ণ বেকারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। চাকরির দাবিতে পুনরায় শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন দিলেন ২০২২ সালে পাশ করা এসটিজিটি উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা। এসটিজিটি উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা তাদের প্রত্যেককে একসঙ্গে চাকরিতে নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার পুনরায় শিক্ষা ভবনে দপ্তর কর্মকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান কালে আন্দোলনকারীরা জানায় দীর্ঘ আট মাস ধরে তারা তাদেরকে একসাথে নিয়োগের জন্য শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদেরকে নিয়োগের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

তাতে তারা ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার উদ্দেশ্যে চাকুরী প্রার্থীরা জানিয়েছেন তিনি যেন সহানুভূতির ঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করে সকলকে একসঙ্গে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

স্ত্রী হত্যাকারী স্বামীর শাস্তির দাবীতে থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হল আড়ালিয়া লোকনাথ মুসলিম পাড়ার মহিলারা। সোমবার এলাকার মহিলারা অভিযুক্তর শাস্তির দাবিতে পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করে।আড়ালিয়া লোকনাথ মুসলিম পাড়া এলাকায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় তনুজা বেগম নামে এক গৃহবধূকে। হত্যার পর গৃহবধূর দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ বস্তা বন্দি করে বাড়ির অদূরে এক কচু খেতে ফেলে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময় পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে মৃতদেহ উদ্ধার করে। অভিযুক্ত পাষণ্ড স্বামীকে গ্রেপ্তার করে। এইবার অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ প্রমীলা বাহিনীর

উদয়পুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। পানীয় জলের দাবিতে উদয়পুর রাজনগর পঞ্চায়েতের অধীন নারায়ণ নগর কলোনীর সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে প্রমীলা বাহিনী। দীর্ঘ তিনমাস যাবৎ জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে উদয়পুর-পিত্রা সড়কে অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় শাসক দলের যুব নেতা অজিত পোদ্দার এবং তিনি অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ওই এলাকায় নিয়মিত জল সরবরাহ করা হবে। প্রমিলা বাহিনীরা ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, উদয়পুর রাজনগর পঞ্চায়েতের অধীন নারায়ণ নগর কলোনী এলাকায় প্রায় দেড়শ পরিবারের বসবাস। কিন্তু দীর্ঘ তিন মাস যাবৎ তীব্র জল সংকটে ভুগছেন বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।পার্শ্ববর্তী এলাকার টিলার উপর থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে তাঁদের, ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি।

তাঁদের আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে একাধিকবার স্থানীয় রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে জানালেও জলের সমস্যার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুনে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা হতে পারে এমবিবি বিমানবন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এম বি বি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করার সম্ভবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী আজ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে এমনটাই জানিয়েছেন। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী মাসে প্রথম সপ্তাহে আগরতলা থেকে চট্টগ্রাম বিমান পরিষেবা চালু হবে।

এদিন তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা ত্রিপুরার পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার নিকট তুলে ধরেছিলেন এবং অবিলম্বে তা পূরণ করার আবেদন জানিয়েছিলেন। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি এসেছে। তাতে আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠন করা হবে।

তারঁ দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করা জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছে। এদিন আরো তিনি জানিয়েছেন,কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমলিঙ্গে বিবাহে আইনি স্বীকৃতি না দেওয়ার দাবীতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশ্যে স্মারক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। সমলিঙ্গে বিবাহে আইনি স্বীকৃতি না দেওয়ার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে স্মারক পাঠাচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রশাসনের মাধ্যমে ওই স্মারক পাঠানো হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ত্রিপুরা উপ-প্রান্ত এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পক্ষ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে দেখা করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। তাতে, সমলিঙ্গে বিবাহে আইনি বৈধতা না দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ত্রিপুরা উপ-প্রান্ত প্রচার প্রসার প্রমুখ তুষার ভৌমিক বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহের প্রচলন রয়েছে। কিন্তু, অতি ক্ষুদ্র অংশের মানুষ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ ভারতে করতে চাইছেন। তাতে, দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে দেশের অধিকাংশ মানুষ নিশ্চিত।

প্রসঙ্গত, সমলিঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত মামলা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মনে করে, বিবাহ সংক্রান্ত আইন সংশোধন আইনসভায় বিবেচনা হোক। আদালতে সমলিঙ্গে বিয়েকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার বদলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আইনসভার হাতেই তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা রয়েছে। ফলে, বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪-র সংশোধন নিয়ে আদালত কোন পদক্ষেপ না নিলেই সমাজের কল্যাণ হবে বলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মনে করে।

পরিষদের দাবি, দেশের ৯৯.৯৯ শতাংশের মানুষ সমলিঙ্গে বিবাহের বিরুদ্ধে রয়েছেন। তাই, পরিষদের ৪৪টি প্রান্ত এবং কয়েক হাজার কমিটির পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অনিরুদ্ধ রায়ের কাছে স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ১৯৮ ◘ ৩ মে ২০২৩ ইং ◘১৯ বৈশাখ ◘ বুধবার ◘১৪৩০বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়নে বাড়ছে জল সংকট

উষ্ণয়নের বিপদজনক প্রবণতা গোটা বিশ্বকেই ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত করিতেছে। উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল হইয়া পরিয়াছে। পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নয়ন না হইলে বিপদ আরো চরম আকার ধারণ করিতে পারে। বিশেষ করিয়া পানীয় জলের সংকট তীব্র হইতে তীব্র আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। আমরা সকলেই জানি

পানীয় জল মানব জীবনে অপরিহার্য। জল ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জল মানেই পানীয় বলা যায় না। পরিশ্রুত জলই একমাত্র পান করিবার উপযোগী। কিন্তু ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়নের কবলে পরিয়া পানীয় জল নিয়া সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সংকট দূর করিবার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা সেইসব পদক্ষেপ কিন্তু গৃহীত হইতেছে না। জনসচেতনতাই একমাত্র সংকট মোকাবেলার উপায়। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সারা দেশে পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বিভিন্ন রিপোর্টেও তাহার প্রমান মিলেতেছে। পানীয় জলের সংকট মোকাবিলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বড় ধরনের সংকটের সম্মুখীন হইবে। বিশেষ করিয়া পানীয় জলের অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য জনসচেতনতা বাড়াইতে হইবে। সরকার উদ্যোগই এর জন্য যথেষ্ট নয়। জনগণকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে। অন্যতায় নিজেদের পাপের বোঝা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বহন করিতে হইবে। এক ফেঁটা জলের জন্য হাহাকার করিতে হইবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি জলসংকট দেখা দিবে, এমনটাই আশঙ্কা করিল রাষ্ট্রসংঘ। একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এখনই বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যাটা লাগাইয়া বাড়িবে বলিয়াই আশঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের। তাহাদের পেশ করা রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি পানীয় জলের অভাব দেখা যাইবে। তাহার কারণ, বিশুদ্ধ জলের ব্যাপক অপচয় ঘটে এইদেশে।

ঠিক কী পরিসংখ্যান উঠিয়া আসিয়াছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে? সেখানে বলা হইয়াছে, এশিয়ার ৮০ শতাংশ মানুষই বিশুদ্ধ জলের সমস্যায় পড়েন। মূলত চিন, পাকিস্তান ও ভারতেই পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। সেই কারণেই ধীরে ধীরে পানীয় জলের ভাণ্ডার শেষ হইয়া যাইবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই পানীয় জল নিয়া বিশ্বের সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত দেশ হইবে ভারত।

কেন এমন সমস্যা দেখা দিবে ভারতে? রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে দাবি, "প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জলের ব্যবহার হয় ভারত-সহ এশিয়ার একাধিক দেশগুলিতে। ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জলের অপচয়ও ঘটে। এছাড়াও দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মতো একাধিক কারণে জলের ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হইয়া যাইতেছে।"জলের সমস্যার ব্যাপক প্রভাব পড়িবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নেপালের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু আগামী দিনে সীমান্ত সংলগ্ন নদীর জল ব্যবহার ঘিরিয়া নানা দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে বলিয়াও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

এবার দক্ষিণী রাজ্য কেরল; বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে উড়ে এল পাথর, ক্ষতিগ্রস্ত জানলা

তিরুঅনন্তপুরম, ২ মে (হি.স.): আবারও বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটল। এ বার ঘটনাস্থল দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরল। দক্ষিণ রেল সূত্রে খবর, তিরুঅনন্তপুরম থেকে কাসারগড় যাওয়ার পথে ট্রেনটিকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়েছে। সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের মালাপ্পুরম জেলায় তিরুর রেল স্টেশনের কাছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও, বন্দে ভারতের একটি কোচের জানলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রেল জানিয়েছে, এই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা রুজু করেছে। একই সঙ্গে ট্রেনের নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ঘটনাচক্রে, গত ২৫ এপ্রিল কেরলে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উদ্বেধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই উদ্বোধনের এক সপ্তাহের মধ্যেই পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটল। এর আগে অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট-সহ যে ক'টি রাজ্যে বন্দে ভারত চালু হয়েছে, সব জায়গাতেই পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে।

কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই নিম্নমুখী; ভারতে সুস্থতার হার বাড়ছে, সক্রিয় রোগীও কমছে

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ অনেকটাই কমেছে, সুস্থতার হারও ঊর্ধ্বমুখী। একদিনে মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩, ৩২৫ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১০ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪৪,১৭৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৫৬৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৩,৭৭, ২৫৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭২ শতাংশ, সোমবার সারাদিনে সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৩৭৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০২,১৮০ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬, ৬৮,৬১৩ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ মে সারা দিনে ভারতে ১,৪৫,৩০৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কেদারনাথের আবহাওয়া খুবই খারাপ, ৩ মে অবধি পুণ্যার্থীদের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ

রুদ্রপ্রয়াগ, ২ মে (হি.স.): কেদারনাথের পথে বিপত্তি ডেকে এনেছে আবহাওয়া, বৃষ্টি ও তুষারপাত। অনবরত বৃষ্টি এবং ভারী তুষারপাতে কেদারনাথ যাত্রা ব্যাহত হয়েছে। পুণ্যার্থীদের সতর্ক করেছে প্রশাসন। বলা হয়েছে, কেদারনাথের পথে আপাতত আর এগোনো যাবে না। আবহাওয়ার উন্নতি হলে আবার যাত্রা শুরু করতে পারবেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে আগামী ৩ মে অবধি কেদারনাথের জন্য পুণ্যার্থীদের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি অশোক কুমার বলেছেন, কেদারনাথে খারাপ আবহাওয়ার কারণে ৩ মে পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হৃদযন্ত্রের সমস্যা অথবা শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। ১১ হাজার ফুট উচ্চতায় আসতে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।রুদ্রপ্রয়াগের জেলাশাসক ময়ুর দীক্ষিত বলেছেন, উত্তরাখণ্ড উ কেদারনাথে খারাপ আবহাওয়া এবং তুষারপাতের কারণে তীর্থযাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ৪ মে পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে। আবহাওয়া পরিস্থিতি বিবেচনা করে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ঋষিকেশে অবস্থিত যাত্রী রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রে শুধুমাত্র বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী ধামের জন্য নিবন্ধন করা হয়েছে এদিন।

ইতিহাস অর্থ অতীত নহে

মেহেদী আরিফ

আমরা অনেকেই মনে করি, ইতিহাস মাত্রই অতীতের কাহিনী। আসলে ইতিহাস মানে নিছক অতীতের কাহিনী নয়। বরং অতীত যেভাবে বর্তমানে এসে হাজিরা দেয় সেটাই ইতিহাস। তাই বলা যায়- History is never the past. It is the past so far as it is remembered from the present. বেনেদেত্তো ক্রোচে নামক ইতালিয়ান দার্শনিক বলেন, "All history is contemporary history" অর্থাৎ সকল ইতিহাসই সমসাময়িক ইতিহাস। কারণ ইতিহাস সর্বদাই অতীতের আলোয় বর্তমান আর ভবিষ্যতকে আলোকিত করে। বর্তমানের সাথে অতীতকে প্রাসঙ্গিক করে তোলাটাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। ইতিহাসের কাজ সত্যকে নগ্নভাবে উপস্থাপন করা।

বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইন্স বলেন, 'In the long run we are all dead' আমরা সকলেই ইতিহাসের সন্তান এবং একদিন আমরা সকলেই মারা যাব। তবে মানুষ ইতিহাসে স্থান করে নেওয়ার মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। যদিও খুব কম মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব হয়। মনীষী কার্ল মার্ক "দর্শন কি" এই প্রশ্নের উত্তরে একদা বলেছিলেন, "দর্শনের ইতিহাসই হল দর্শন।" বলা যায় ইতিহাসের বাইরে কোনো কিছুই নেই। আমাদের প্রতিপার্শ্বর সব কিছুরই একটা ইতিহাস আছে। ধরুন আপনি যে কক্ষে বসে এই লেখাটি পড়ছেন সেই কক্ষের সকল জিনিসপত্রেরই উদ্ভব ও বিকাশের একটা ইতিহাস রয়েছে। জগতের সকল কিছুই ইতিহাসের আওতায় পড়ে। ইতিহাসকে ফাঁকি দিয়ে কেউ পালাতে পারে না। যার যতটুকু প্রাপ্য, ইতিহাস তাকে ততটুকুই প্রদান করে। সাময়িকভাবে কোনো ইতিহাসকে বিকৃত করা গেলেও প্রকৃত সত্য একদিন না একদিন ইতিহাসে জায়গা করে নেয়। এটাই সত্যের কাছে ইতিহাসের ঋণ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ইতিহাসের বিষয়বস্তু কী? খুব সহজভাবে বলতে গেলে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হলো মানুষ। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, মানুষ শব্দটি গঠিত হয়েছে "মন" ও "উষ" শব্দযোগে। অর্থাৎ মানুষ শব্দের অর্থ 'যার মধ্যে মনের উষ (উদয়) ঘটেছে।' মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ হল মানবিকতা। তবে "মানবিকতা" প্রত্যয়টি অনেকটা বায়বীয়। একটু সহজ করে বলা যাক। যদি কেউ প্রশ্ন করে, মানুষের সাথে অন্য প্রাণীর পার্থক্য কোথায়? তখন দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় মানুষের "ভাষা" আর তার "সৃষ্টিশীলতা"র কথা। মানুষ তার মনের বাসনা বা ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা ব্যবহার করতে পারে, যা অন্য প্রাণীর সাধ্যের বাইরে! আর মানুষের সৃষ্টিশীলতার একত্ববাদ প্রশ্নে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলে বলতে পারে, 'তাহলে বাবুই পাখি যে বাসা বানায় তা কি সৃষ্টিশীল কোনো কাজ নয়?' না, অবশ্যই নয়। কারণ বাবুই পাখি আজকে যেভাবে বাসা বানায় আজ থেকে এক হাজার বছর পূর্বেও একই ভাবে বাসা বানাতো। কাজটি পুনরাবৃত্তিমূলক। অনেকটা কম্পিউটারের মতো। পক্ষান্তরে একসময় মানুষ ছিল যাযাবর, তাদের থাকার কোনো ঘর ছিল না। তারপর মানুষ কুঁড়েঘর তৈরি করেছে। এভাবে কালের বিবর্তনে এখন মানুষ তৈরি করছে আকাশচুম্বী সুরম্য অট্টালিকা। এমনকি মহাশূন্যের স্পেস স্টেশনেও মানুষ আবাসন গড়ে তুলছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন পশু যেমন- বাঘ, ভালুক সৃষ্টির শুরু থেকে কাঁচা মাংস খেত, আজও তারা কাঁচা মাংসই খায়। কিন্তু যে মানুষ একসময় কাঁচা মাংস খেত, তারা এখন খায় বারবিকিউ, চিকেন কারি, বিফ সিজলিং অথবা মাটন রেজালাসহ আরো কত কি! এখানেই মানুষের সাথে অন্য প্রাণীর পার্থক্য।

প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল মানুষকে "zoon politikon" (political animal) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐ সময় political শব্দটি রাজনৈতিক অর্থে নয় বরং যুক্তিশীল বা চিন্তাশীল অর্থে প্রকাশ পেত। অর্থাৎ বলা যায়, মানুষ মাত্রই যুক্তিশীল / (Every man is a logical / thoughtful animal) এই যুক্তিশীলতা বা চিন্তাশীলতায় মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে পৃথক করে তুলেছে। মানুষ নামক এই প্রাণীর কিছু বিশেষ কার্যক্রমই ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। মানুষের আরেকটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতার নাম "অভিযোজন ক্ষমতা"। পৃথিবীর অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হইলেও, এই অভিযোজন ক্ষমতার বলে মানুষ এখনো বীরদর্পে পৃথিবী বুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বিখ্যাত "বিলাসী" নামক ছোটগল্পে বলেছিলেন, 'অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু ক্ষুদ্র তেলাপোকা টিকিয়া রইয়াছে।' ঠিক সেরকমভাবে বলা যায় টিকিয়া থাকার জন্য জীবের আকার-আকৃতি কোনো বিষয় নয়। পৃথিবীর অনেক বড় বড় জীব যেমনঃ ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেলেও মানুষের মতো ছোট প্রাণী সমগ্র পৃথিবী রাজ করছে তার মেধা, সৃষ্টিশীলতা আর বুদ্ধির বলে।

এবার আসা যাক ইতিহাসের সময়কালের প্রশ্নে। "সময়" বড়ই আশ্চর্য এক প্রপঞ্চ। সময়কে কেউই অতিক্রম করতে পারে না। সময়কে ফাঁকি দিতে চাইলে নিজেরই ফাঁকিতে পড়তে হয়। সময়কে থামিয়ে রাখা যায় না, ধরা যায় না, যায় না ছোঁয়া। আমরা সময়কে মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি--- অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। এই ত্রিকালের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা কেউই নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারি না। ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত, অজানা। আর বর্তমান! তার তো কোনো অস্তিত্বই নাই। মুহূর্তের মধ্যেই তা অতীতে পরিণত হয়। থাকল শুধু অতীত। এই অতীত কালই একমাত্র ধ্রুব, সমৃদ্ধ, ঘটনাবহুল ও অপরিবর্তনীয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে অতীতের শিক্ষা অনেক গুরুত্ব বহন করে। অতীতের শিক্ষাই আমাদের ভবিষ্যতে চলার পথে পাথেয়। অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের করে অভিজ্ঞ, করে সমৃদ্ধ আর দেয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। আর ইতিহাস কাজ করে এই অতীতকে নিয়ে। প্রকৃত ইতিহাস পাঠে আমরা হয়ে উঠতে পারি ত্রিকালজ্ঞ। এখানেই ইতিহাস পাঠের সার্থকতা।

তবে ইতিহাস অতীতকে নিয়ে কাজ করলেও বর্তমান দ্বারা সর্বদা প্রভাবিত। এই বক্তব্যের উদাহরণ আমি আমার নিজের জীবন থেকেই নিয়েছি। আমার হাই স্কুল জীবন ছিল ২০০২-০৬ সাল। এই সময় কতিপয় দল বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল। তাই আমি আমার পুরো স্কুল জীবনে পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান! আমার শিশু মন ঐসময় অকপটে এই তথ্য অন্তরে প্রথিত করেও নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন বালেগ হয়ে উঠলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস শাস্ত্র পাঠ করার সুযোগ হলো। তখন সময় বদলিয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় তখন অন্য দল। পাঠ্যপুস্তকে তখন স্বাধীনতার ঘোষকের নাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শুরু করলাম নিজস্ব অনুসন্ধান। জানার চেষ্টা করলাম স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষক কে? জানলাম প্রকৃত সত্য। ১৯৭১ সনে আরো ৮/১০ জন সাধারণ আর্মি অফিসারের মতো জিয়াউর রহমানও ছিলেন পাকিস্তান আর্মির একজন মেজর। ওই সময় পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের কোনো প্রকার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ঠতা ছিল না। আর পক্ষান্তরে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। বাঙালি জাতির রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তার ৫৫ বছরের ক্ষণজন্মা জীবনের ৪ হাজার ৬৮২ দিনই কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। তাই বলা যায়, স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের কোনো বৈধতা, যোগ্যতা বা অধিকার সে সময় জিয়াউর রহমানের ছিল না। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণার পাঠক মাত্র। তিনি কীভাবে পাঠক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন তারও একটি কাহিনী আছে। সেকথা অন্যত্র হবে। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন ১৯৭১ সালের ২৭শ মার্চ। আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬শ মার্চ। জিয়াউর রহমান নিজে যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন তিনিও তখন ২৭ মার্চ নয় বরং ২৬ মার্চই স্বাধীনতা দিবস পালন করেছেন। অর্থাৎ জিয়াউর রহমান নিজেও তার জীবদ্দশায় কখনোই নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করেননি। আর এই তথ্যটিই যথেষ্ট বোঝার জন্য যে, জিয়াউর রহমান নয় বরং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাই প্রথম ও প্রকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা। অথচ দেখুন কীভাবে বর্তমান প্রেক্ষাপট অতীতকে বদলে দিয়েছিল। তাই ইতিহাস পাঠ করার সময় আমাদের অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হবে। যেমন, ইতিহাসটি কে লিখছে, কারা লিখছে, কখন লেখা হচ্ছে, কীভাবে লেখা হচ্ছে? এসকল নিয়ামক ইতিহাসের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে।

আজ হোক আর কাল, ইতিহাস সকলকে তার নায্য প্রাপ্য প্রদান করবেই। ইতিহাস কখনো সময়ের আহবান প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সঠিক সময়ে হলে, প্রকৃত ইতিহাস আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাস সর্বদা সত্যকে নগ্নভাবে উন্মোচিত করে। আর সত্যের ন্যায় সুন্দর কি-ই বা হতে পারে। ইতিহাস থেকে আমাদের প্রত্যেকের শিক্ষা নিতে হবে। কারণ যতবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তা আগেরবারের চেয়ে আমাদের জন্য অধিক ক্ষতি বয়ে আনে। এই জন্যে ইংরেজ দার্শনিক ও লেখক ওeorge Santayana বলেছেন, Those who do not learn from history are doomed to repeat it যে জাতি তার নিজের ইতিহাস ভুলে যায় সে জাতি কখনও বড় হতে পারে না। এক গৌরবময় ও রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই গৌরব পৃথিবীর গুটিকয়েক দেশের রয়েছে। আর সমগ্র বিশ্বে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। এটি আমাদের জন্য অনেক গর্ব করার মতো বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আমাদের প্রকৃত ইতিহাস জানে না। জানলেও সেসবের অধিকাংশই বিকৃত, অর্ধসত্য কিংবা অসত্য। কোনো জাতি যদি তার প্রকৃত ইতিহাস না জানে তাহলে সে জাতির "জাতি গঠন" (National Integration) প্রক্রিয়া সঠিকভাবে হয় না। এজন্যই আমাদের দেশে প্রায়শই রাজনৈতিক অস্থিরতা, সেনাশাসন ও অনৈক্য দেখা দেয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ভারত ছাড়া সকল দেশই কম-বেশি সেনাশাসনের অধীনে এসেছে। কারণ একমাত্র ভারতই মোটামুটিভাবে তাদের "জাতি গঠন" প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিল। সঠিক ও প্রকৃত ইতিহাস জানে না বলেই, স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরেও এদেশের কিছু মানুষ স্বাধীনতা বিরোধীদের ভোট দেয়। যার ফলে স্বাধীনতা বিরোধীদের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখা গিয়েছিল। জাতির পিতার খুনিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে দেয়া হয়েছিল দায়মুক্তি। খুনিদের বড় বড় সরকারি চাকুরি দিয়ে করা হয়েছিল পুরস্কৃত। কিন্তু তাদের এসব কুকর্ম দীর্ঘদিন নতুন প্রজন্মের কাছে ছিল অজানা। প্রকৃত ইতিহাস দীর্ঘদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ব্যর্থতা আমাদের ঘাড়েই এসে বর্তায়। কারণ আমরা সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন করতে পারিনি, প্রচার করতে পারিনি। যুবসমাজের নিকট স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস পৌঁছাতে পারিনি। প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না। তাই সত্যের জায়গায় সত্য না রাখতে পারলে, সেখানে মিথ্যা প্রবেশ করে। আর এভাবে ইতিহাস বিকৃত হয়। শুধু রোগের লক্ষণের চিকিৎসা করলে রোগ সারে না, রোগের কারণের চিকিৎসা করতে হয়। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস সবার নিকট পৌঁছাতে হবে। তবেই এদেশের জনগণ বুঝতে পারবে কারা আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী আর কারা এদেশকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে। আর এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটা প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা ১৯৭১ সনে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও ১৯৭৫ এর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের পর বারবার আমাদের স্বাধীনতা বেহাত হয়েছে, হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। জাতির পিতা তার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে যে "মুক্তি সংগ্রামের" ডাক দিয়েছিলেন তা আজও চলমান। আমাদের সামগ্রিক মুক্তি আজও মেলেনি। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও বাংলাদেশের সকল জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এমনকি সাংস্কৃতিক মুক্তি এখনো আসেনি। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' যেদিন আমরা গড়তে সক্ষম হব, সেদিনই আমাদের ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সৎসাহস অর্জিত হবে। আর সেদিনই আমরা পরিশোধ করতে পারব ইতিহাসের ঋণ।

কোভিড-১৯ পরবর্তী সিন্ড্রোম বা 'লং কোভিড-১৯'

বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী

লং কোভিড কখনও কখনও তা 'লং হোলার' বলেও পরিচিত এবং শর্তগুলিকে কোভিড-১৯ পরবর্তী সিন্ড্রোম বত্রা 'লং কোভিড-১৯' উল্লেখ করা হয়। লং কোভিড হল একটি জটিল রোগ যা কিনা মানুষের শরীরে এক বা একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটি ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরে দুর্বল করেছে এবং সেই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এমন অবস্থা যা প্রায়শই একটি গুরুতর তীব্র শাসযন্ত্ররর সিন্ড্রোম করোনা ভাইরাস (সার্স কোভ-২) সংক্রমণকে অনুসরণ করে। বিশ্বব্যাপী ৬৫১ মিলিয়ন বা ৬৫.১০ কোটিও বেশি নথিভূক্ত সংক্রামিত কোভিড-১৯ রোগীর উপর ভিত্তি করে বাল হয় সারা বিশ্বে কমপক্ষে ১০ শতাংশ সংক্রামিত লোক অর্থাৎ ৬.৫ কোটি ব্যক্তির দীর্ঘ কোভিড রয়েছে। তাই বলা যায় প্রতি ১০ জন কোভিড রোগীর মধ্যে একজন দীর্ঘ কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। তবে সম্ভবত সংখ্যাটি অনেক বেশিও হতে পারে। আরেকটু বিশদে বললে ঘটনা অনুমান করা হয়। ১০-৩০ শতাংশ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে এই রোগ জড়িত। লং কোভিড সমস্ত বয়সের এবং তীব্র পর্যায়ের রোগের সঙ্গে যুক্ত। তবে শতাংশের হিসেবে ৩৬ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের সংখ্যা বেশি। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে যাদের বয়স ৩০ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে তারা বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

খুব সম্প্রতি শিক্ষামূলক জার্নাল নেচার রিভিউ মাইক্রোবায়োলজিতে গত ১৩ জানুয়ারি, শুক্রবার, ২০২৩ এই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে এমন অনেক খোলা প্রশ্ন, বিশেষ করে রোগজীবাণু সংক্রমণ, শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ, কার্যকর চিকিৎসা এবং ঝাঁকির কারণগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রফেসর ব্রেন্ডন ক্র্যাব, একজন সংক্রামক রোগের গবেষক এবং বার্নেট ইনস্টিটিউটের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বলেছেন যে প্রতিবেদনটি কোভিড -১৯ এর প্রতি অস্ট্রেলিয়ার শিথিল মনোভাব নিয়ে পুনির্ববেচনা করা উচিত। তিনি বলেন, যতবারই একজন ব্যক্তি পুনরায় ভাইরাসে আক্রন্ত হন, ততবারই তাদের দীর্ঘ কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

একাধিক গবেষণায় কোভিড-১৯ এর সঙ্গে যুক্ত রোগীদের বহু -অঙ্গের ক্ষতি হওয়ার অনুমান করা হয়েছে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, অগ্ন্যাশয় এবং প্লীহা দেখে কম ঝুঁকিপূর্ণ করা হয়েছে যে ২০১ জন রোগীর মধ্যে ৭০ শতাংশ রোগীর অন্ত একটি অঙ্গের ক্ষতি করেছে এবং ২৯ শতাংশ রোগীর বহু অঙ্গের ক্ষতি করেছে। এক বছরের আরেকটি পর্যালোচনা গবেষণায়, ৫৩৬ জন অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে একই গবেষণা গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত গবেষণার লেখকরা দেখেছেন যে ৫৯ শতাংশ একক-অঙ্গের ক্ষতি এবং ২৭ শতাংশ একাধিক অঙ্গের ক্ষতি।

লং কোভিড একাধিক আশঙ্গাজনক রোগের সৃষ্টি করতে পারে, যেমন কার্ভিওবাসকুলার থ্রম্বোটিক এবং সেরিব্রোভাসকুলার ডিজিজ, টাইপ- ২ ডায়াবেটিস, মায়ালজিক এবং এম / সি এফ এস ডিসাউটোনোমিয়া, বিশেষ করে পোস্টারোস্টাট সিনড্রোমিয়া (পোস্টোরাল টাইপ)। উপসর্গগুলি ১৩ বছর ধরে চলতে পারে আবার বিশেষ করে নতুন করে আক্রান্ত এম / সি এফ এস এবং ডিসাইটোনোমিয়ার ক্ষেত্রে আজীবন থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেখা গেছে দীর্ঘ কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য হারে কাজে ফিরে আসতে অক্ষম। এমনকী বর্তমানে এর কোনও কার্যকরী চিকিৎসা নেই। দীর্ঘ কোভিডের একাধিক সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। টিস্যুতে সার্স কোভ-২ এর স্থায়ী উৎসগুলি সহ এর সংক্রমণতার জন্য বেশ কয়েকটি বিষয় অনুমান করা হয়েছে। গবেষণারদ্বারা অনেক তথ্য এসেছে, আবার অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে এবং সমাধানের চেষ্টাও অক্ষুন্ন আছে। ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে সম্ভাব্য টাইপ-২ ডায়াবেটিশ, ভাইরাসের পুনঃ সক্রিয়তা, নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির উপস্থিত, মনরোগ, দীর্ঘস্থায়ী ছত্রাক এবং অ্যালার্জিজনিত রোগ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। যদিও দীর্ঘ কোভিড-এর এক তৃতীয়াংশ লোকের পূর্ব বিদ্যমান কোনও শর্ত চিহ্নিত করা হয়নি। নির্দিষ্ট জাতিসত্তাগুলিতে দীর্ঘ কোভিডের উচ্চতর প্রকোপ দেখা গেছে। আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে কম আয় এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরের প্রথম সপ্তাহগুলিতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে না পারা।

প্রফেসর ব্রেন্ডন ক্র্যাবলং বলেছেন, 'কোভিড কিছু অস্পষ্ট রহস্যময় জিনিস নয়, এটি একটি জৈব রাসায়নিক এবং কোষ স্তরের সংগঠিত একটি খুব স্পষ্ট ক্লিনিক্যাল অসুস্থতা'। প্রতিবেদনের আরেকটি মূল অনুসন্ধান হল যে যাদের দীর্ঘ কোভিড রয়েছে তাদের প্রায়ই টি-কোষ কমে যায়, যা কিনা শ্বেত রক্তকনিকার প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত যা অ্যান্টিজেনকে লক্ষ্য করে। যদিও বর্তমানে দীর্ঘ কোভিডের জন্য কোনও ব্যাপকভাবে কার্যকরী চিকিৎসা নেই, তবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু চিকিৎসা কার্যকর হয়েছে। এম সি এফ সি এর জন্য অনেকগুলি কৌশল দীর্ঘ কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর হলে মনে হয়েছে। যদিও সেগুলি কোনও নিরাময় নয়। যাই হোক এইসব চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল এবং এর সুবিধাগুলি এখনও অনিশ্চিত। এখানে উল্লেখযোগ্য, ব্যায়াম দীর্ঘ কোভিড আক্রান্ত রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। দীর্ঘ কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে অতিরিক্ত শারীরিক কার্যকলাপ ৭৫ শতাংশ রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটায়। যদিও দীর্ঘ কোভিডের কিছু উপাদানের সনাক্তকরণের জন্য কিছু সরঞ্জাম রয়েছে (ড ৗ দ া হ ব. ণ স্ব ব. ৗ প) কার্ডি'ওবাসকুলার বৈকল্য শনাক্ত করতে পি ও টি এস এর জন্য টিল্ট টেবিল পরীক্ষা এবং এম আর আই স্ক্যান)। দীর্ঘ কোভিডের ডায়াগনস্টিক সরঞ্জামগুলি বেশিরভাগ এখনও ব্যবহারের জন্য সাধারণের কাছে আসেনি। তবে এটা ঠিক যে, কোভিড-১৯ কীভাবে সময়ের সঙ্গে মানুষকে প্রভাবিত করবে সে সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই অজানা, তবে গবেষণা চলছে। অনেক বড় চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছে যারা কোভিড-১৯ থেকে পুরনরুদ্ধার করার পরে অবিরাম উপসর্গ বা সম্পর্কিত অসুস্থতা রয়েছে তাদের যত্ন প্রদানের জন্য। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বেশিরভাগ লোক যাদের কোভিড-১৯ আছে তারা বেশ দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু কোভিড -১৯ এর সম্ভাব্য দীর্গস্থায়ী সমস্যাগুলি সকর্ততা অনুসরণ করে কোভিড-১৯ এর বিস্তার কমাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবশ্য মেনে চলতে হবে যেমন সতর্কতার মধ্যে রয়েছে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ভিড় এড়ানো, ভ্যাকসিন পাওয়া এবং হাত পরিস্কার রাখা। অবশেষে, আমাদের এমন নীতে এবং তহবিল দরকার যা দীর্ঘ কোভিড গবেষণাকে টিকিয়ে রাখবে এবং দীর্ঘ কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত যত্ন এবং সহায়তা পেতে সক্ষম করবে। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জাতীয় স্বাস্থ্যকেন্দর এন আই এইচ এর মধ্যে জটিল দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের জন্য একটি জাতীয় ইনস্টিটিউড তৈরি করা, একটি পর্যাপ্ত অর্থ তহবিলের ব্যবস্থা এবং একটি পর্যাপ্ত অর্থ তহবিলের ব্যবস্থা এবং একটি শক্তিশালী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি, কেননা আমাদের হয়ত আরও একটি দীর্ঘ পথ যেতে হতে পারে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভারতকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০২।। বাংলাদেশে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মায়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসনে ভারতকে অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। এ সময় তিনি এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলেও তাদের অবস্থান শুধু বাংলাদেশেই নয়, পুরো অঞ্চলের জন্য সমস্যা তৈরি করছে। এ সময় ভারতকে বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্ককে দৃঢ় ও অনন্য বলে অভিহিত করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের জনগণ ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন রাষ্ট্রপতি। বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে অবস্থাকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণের কথাও তুলে ধরেন।

বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এর ফলে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেয় উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য যে চুক্তি হয়েছে তাতে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। গত ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে নিজ দেশে পণ্য পরিবহণের বাণিজ্যিক অনুমতি পেয়েছে ভারত। এর আগে ২০১৮ সালে ভারতে এসিএমপি (চট্টগ্রাম এবং মোংলা পোর্ট) চুক্তি সই করে ঢাকা ও দিল্লি। এর আওতায় ভারতকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে নিজ দেশে পণ্য পরিবহণের অনুমতি দেয় বাংলাদেশ। জল বণ্টন চুক্তিসহ দুই দেশের অমীমাংসিত ইস্যুগুলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলোচনার মাধ্যমে অচিরেই সমাধান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রপতি।

এ সময় ভারতের হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় ভারত। গত দেড় দশকে দুই দেশের মধ্যে কানেক্টিভিটি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় দেশের জনগণ তার সুফল ভোগ করছে।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির প্রশংসা করে তিনি বলেন, এর ফলে এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এসেছে, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখছে। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সচিবরা এবং ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার বিনয় জর্জ উপস্থিত ছিলেন।

ফের বিজয়বর্গীয়কে টুইটারে তথাগতর তোপ

কলকাতা, ২ মে (হি. স.) : ফের কুকুরের ছবির সঙ্গে কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র ছবি-সহ কৈলাশবাবুকে মঙ্গলবার টুইটারে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায়।

২০২১-এর বিধানসভার ভোটপর্ব সাঙ্গ হওয়ার পর বারংবার কৈলাস বিজয়বর্গীয় - অরবিন্দ মেনন-দিলীপ ঘোষ-শিবপ্রকাশ এই চতুষ্কোণ নিয়ে মুখ খোলেন তথাগতবাবু। এর পর ৩১ অক্টোবর কৈলাসবাবুর নাম করে তোপ দাগেন তথাগত রায়। বলেন, 'ওকে আমি এখনো ঘৃণা করি। আমার ঘৃণা কমবে না।'

বেশ কয়েকবছর আগে পাগ প্রজাতির কুকুরকে তাদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করত মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ভোডাফোন। ২০২১-এর ২৫ অক্টোবর তথাগতবাবু ফেসবুকে একটি ছবির কোলাজ পোস্ট করেন। তাতে বাঁ দিকে দেখা যায় একটি পাগ প্রজাতির কুকুরের মুখ। আর ডান দিকে কৈলাস বিজয়বর্গীয়র মুখ। ওপরে লেখা 'ভোডাফোন আবার পশ্চিমবঙ্গে'। সেই পোস্ট নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে।

মঙ্গলবার তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, "আজ সেই দুর্ভাগ্যের দিন। ২০২১ সালের এই দিনে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি বিজয়ের মুখ থেকে পরাজয় ছিনিয়ে নিয়েছিল! নেতাকে ধন্যবাদ! দল যেন পাহাড়প্রমাণ ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে!"

প্রসঙ্গত, ২০২১-এর ২১ নভেম্বর এক বিজেপি কর্মীর মন্তব্য বলে দাবি করে তথাগতবাবু টুইটারে লেখেন, 'কৈলাস বিজয়বর্গীয় শ্রাবন্তী সম্বন্ধে বলছিলেন, ওর মুখ দিয়ে প্রায় লালা ঝরছিল। এই সব নেতার হাতে বিজেপির প্রার্থী চয়নের ভার ছিল। এর পরে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির যে এই অবস্থা হবে এ আর বিচিত্র কি?'"

মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজনাথের

মালে, ২ মে (হি.স.): ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এখন মালদ্বীপ সফরে রয়েছেন। মঙ্গলবার মালে-তে সে দেশের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রাজনাথ সিং। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইট করে জানিয়েছেন, 'মালে-তে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিহের সঙ্গে চমৎকার বৈঠক হয়েছে। ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য আমরা বিস্তৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।'

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ব্যাহত ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ২ মে (হি.স.) : সপ্তাহে কাজের দিনের শুরুতেই ট্রেন চলাচল বিঘ্ন। মঙ্গলবার সকালে গড়িয়া স্টেশনের কাছে রেললাইনে ফাটলের জেরে সমস্যা দেখা দেয়। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় আংশিক ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল।

মঙ্গলবার সকালেই ৮.৩২ মিনিটের ক্যানিং শিয়ালদহ মাতৃভূমি লোকাল-সহ চার জোড়া ট্রেন বাতিল হয়েছে। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার রেল দুর্ভোগে নিত্য যাত্রীরা। শনি-রবিবার আর শ্রমিক দিবসের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার সকালে সবাই কাজে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু কাজে যাওয়ার প্রথম দিনই নাজেহাল হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় সকাল থেকে প্রচুর ট্রেন বাতিল করা হয়। একাধিক স্টেশনে তা ঘোষণাও করা হয়। রেলের তরফ থেকে জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ শাখায় গড়িয়াতে রেল লাইনের ওপর গাছ পড়ে যাওয়ার কারণেও ট্রেন চলাচল কিছুটা ব্যহত হয়েছে। পরে অবশ্য গড়িয়া প্ল্যাটফর্মের কাছে রেললাইনে ফাটল নজরে আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেল কর্মীরা। ফাটল মেরামতির কাজ শুরু হয়। রেল সূত্রে খবর, শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় সকাল ৬টা ৪৭ থেকে বন্ধ ছিল ট্রেন চলাচল।

কংগ্রেস ও জেডিএস আদতে দু'টি দল হলেও, উভয়ে হৃদয় ও কাজে একইরকম : নরেন্দ্র মোদী

চিত্রদুর্গ, ২ মে (হি.স.): কংগ্রেস ও জেডিএস-এর থেকে কর্ণাটকের জনগণকে সাবধান করলেন প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী।

মঙ্গলবার কর্ণাটকের চিত্রদুর্গে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কর্ণাটকের জনগণকে কংগ্রেস এবং জেডিএস উভয় দলের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

কংগ্রেস এবং জেডিএস আদতে দু''টি দল হলেও, উভয় দল হৃদয়ে এবং কাজে একইরকম। দুই দলই সমাজকে বিভক্ত করার রাজনীতি করে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কংগ্রেস ও জেডিএস-এর অপশাসনের প্রমাণ হল আপার ভদ্র সেচ প্রকল্প। তাঁরা কৃষকদের নিয়ে চিন্তিত ছিল না, তাই তাঁরা এই প্রকল্পটি উপেক্ষা করেছে। বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ জন্য সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস কখনই বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

২০১৪ সালের আগে ১০ বছরে কংগ্রেস যতগুলি মেডিকেল কলেজ তৈরি করেছিল, বিজেপি সরকার মাত্র ৯ বছরে তার দ্বিগুণ মেডিকেল কলেজ তৈরি করেছে। বিজেপি সরকার দরিদ্রদের আরও একটি উদ্বেগের সমাধান করেছে। আমাদের সরকার মেডিকেল থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত শিক্ষা স্থানীয় ভাষায় পরিচালনার ওপর জোর দিচ্ছে। এতে গ্রামের দরিদ্র যুবকদের বিশেষ সুবিধা হবে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কৃষকদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য "রাইতা বিদ্যা নিধি" চালু করেছে বিজেপি। আদিবাসী বন্ধুদের জন্য ৪০০টিরও বেশি একলব্য মডেল স্কুল তৈরি করা হয়েছে।'

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদকে তোষণ করে কংগ্রেস।

শহীদ বিজেপি কার্যকর্তাদের নতমস্তকে বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন শুভেন্দুর

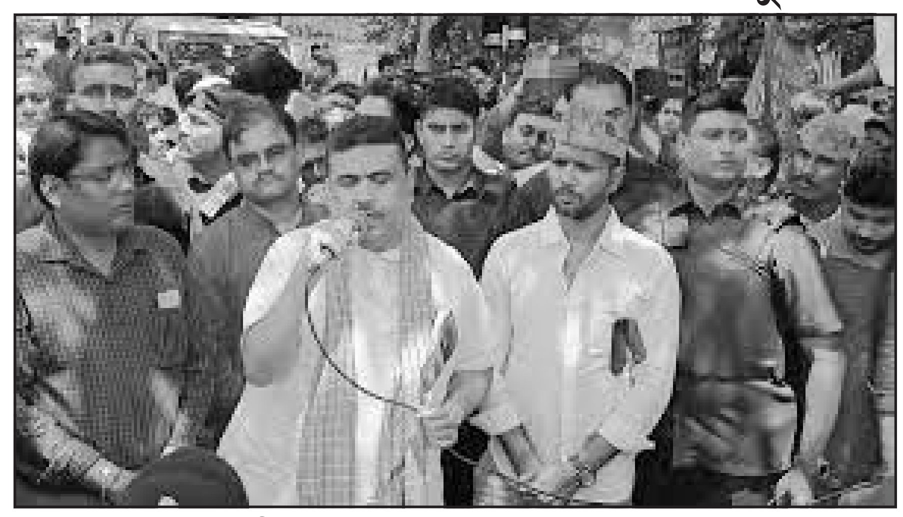

কলকাতা, ২ মে (হি. স.) : শহীদ স্মরণ দিবসে শহীদ বিজেপি কার্যকর্তাদের নতমস্তকে বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মঙ্গলবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "আজ অভিশপ্ত ২রা মে, নির্বাচন পরবর্তী হিংসার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। ভোট পরবর্তী হিংসার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে সকল শহীদ বিজেপি কার্যকর্তাদের নতমস্তকে বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

২০২১সালের ২রা মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা হবার পর স্বৈরাচারী হিংস্র তৃণমূলের গুন্ডারা ক্ষমতার দম্ভে নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার করে নৃশংস ভাবে খুন করেছে তা পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি "কালো অধ্যায়"। আমি শহীদ বিজেপি কার্যকর্তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওনাদের নতমস্তকে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি।

আমরা দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। গণতান্ত্রিক ভাবে আইনি প্রক্রিয়ায় প্রকৃত দোষী তৃণমূলের গুন্ডাদের উন্মত্ত পাশবিক সন্ত্রাসে অত্যাচারিত ও খুন হওয়া শহীদ বিজেপি কর্মীরা ন্যায্য বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এবং অপরাধীদের কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে।"

বাংলাদেশে কলেজ শিক্ষক হত্যায় ৬ জনকে ফাঁসির সাজা শোনাল সেদেশের আদালত

কুমিল্লা, ২ মে (হি.স.) : বাংলাদেশের কুমিল্লা নগরীর বারপাড়া এলাকায় কলেজ শিক্ষক সাইফুল আলম সুজন হত্যা মামলায় ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন সেদেশে আদালত।মঙ্গলবার সকাল ১১টায় কুমিল্লা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ৫ম আদালতের বিচারক জাহাঙ্গীর হোসেন এই রায় দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লা আদালতের এপিপি জাকির হোসেন।

রায় ঘোষণার সময় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জামাল, ইলিয়াস ও জাকির হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকি তিনজন নয়ন, কামাল ও মিঠুন পলাতক। ২০১০ সালের ১০ আগস্ট বিকেলে কুমিল্লা নগরীর বারপাড়া এলাকায় শিক্ষক সাইফুল আজম সুজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরদিন কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানায় সুজনের বাবা ১১ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ নয়জনের নামে চার্জশিট দাখিল করে। মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় মঙ্গলবার ছয়জনকে সাজার আদেশ দেন আদালত। বাকিদের মধ্যে দুজন দোষী সাব্যস্ত না হওয়ায় খালাস পেয়েছেন। অপরজন মামলা চলাকালে মারা গেছেন।

দক্ষিণ কোরিয়া সফরে নির্মলা সীতারমন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এডিবি ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে

ইনচিওন ও নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): টানা ৪ দিনের সরকারি সফরে দক্ষিণ কোরিয়ায় গিয়েছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। মঙ্গলবার ইনচিওন বিমানবন্দরে পৌঁছলে নির্মলাকে স্বাগত জানান দক্ষিণ কোরিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত অমিত কুমার। এদিনই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) প্রেসিডেন্ট মাসাতসুগু আসাকাওয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

ভারতের অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিওনে এডিবি বার্ষিক সভার ফাঁকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট মাসাতসুগু আসাকাওয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন উল্লেখ করেছেন, এডিবি-র সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম ক্রিয়াকলাপের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসাবে অবিরত রয়েছে ভারত এবং ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উদ্ভাবনী অর্থায়ন ব্যবস্থার জন্য এডিবি-কে সমর্থনও ব্যক্ত করেছে। উল্লেখ্য, ৪ দিনের সফরে শ্রীমতি সীতারান, গভর্নরস বিজনেসে যোগ দেওয়া ছাড়াও ব্যাঙ্কের নীতি সংক্রান্ত এডিবি-র এক সম্মেলনে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

মে দিবসে ফ্রান্সে সংঘর্ষে ১০৮ পুলিশ আহত, আটক ২৯১ জন

প্যারিস, ২ মে (হি.স.) : মে দিবসের পদযাত্রাকে কেন্দ্রে করে ফ্রান্সে সংঘর্ষ। পেনশন সংস্কার ইস্যুতে সোমবার ট্রেড ইউনিয়নগুলো মে দিবসের পদযাত্রাকে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে রূপ দেওয়ার পর এই সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত ১০৮ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। দেশজুড়ে আটক হয়েছেন অন্তত ২৯১ জন। প্যারিস ও অন্যান্য শহরে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোড়ে এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। অবসরের সময়সীমা বাড়ানো নিয়েই লোকজন বিক্ষোভে নামে।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিরাল্ড ডারমানিন বলেন, প্রধান ইউনিয়ন-নেতৃত্বাধীন মিছিলের ফাঁকে বেশ কয়েকটি শহরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এতে ১০৮ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আটক করা হয়েছে ২৯১ জনকে।

তিনি বলেন, প্যারিসে ২৫ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আর প্যারিস থেকে আটক করা হয়েছে ১১১ জনকে। পুলিশের এক কর্মকর্তা পেট্রোল বোমার সামনে পড়ে গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন। ফ্রান্সে অবসরে যাওয়ার বয়স ৬২ বছর থেকে ৬৪ বছর বাড়ানোর নিয়মের প্রতিবাদে দেশজুড়ে এই বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারীরা হাতে ব্যানার নিয়ে সামাজিক বিচারের আহ্বান জানান এবং তাদের দাবি- হয় প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর পদত্যাগ নয়তো এই পেনশন আইনের প্রত্যাহার।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী লিসাবেথ বোর্নে টুইটে এই সংঘর্ষকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে মন্তব্য করেছেন।

এর আগে গত ১৫ এপ্রিল ফ্রান্সের সাংবিধানিক পরিষদ পেনশন সংস্কারে সমর্থন দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইনটি পাস হয়।

বিহারের মুজফরপুরে ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়িতে আগুন; ৪ শিশুর মৃত্যু, ৬ জন আশঙ্কাজনক

মুজফরপুর, ২ মে (হি.স.): বিহারের মুজফরপুর জেলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে, বাড়িতে আগুন লেগে একই পরিবারের ৪টি শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন ৬ জন। তাঁদের মধ্যে দু''জনের অবস্থা অতি আশঙ্কাজনক। একই সঙ্গে আহতদের মধ্যে পাঁচটি শিশু রয়েছে। সবাই এসকেএমসিএইচে চিকিৎসাধীন। অগ্নিকাণ্ডের সময় গোটা পরিবার ঘুমিয়ে ছিল। মুজফরপুর জেলার রামদয়ালূ রেল স্টেশনের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে, সদর থানা এলাকার সুস্তা পঞ্চায়েতে বসবাসকারী নরেশ রামের বাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পরিবারের সদস্যরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করলেও শিশুরা আটকে পড়ে। যে কারণে ৪টি শিশুর মৃত্যু হয়। দমকলের ছ''টি ইঞ্জিন আগুন নিভিয়ে

পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, আগুন দেখতে পাওয়া মাত্রই স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান, পাশাপাশি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।খবর পাওয়া মাত্রই এসডিএম, ডিএসপি টাউন-সহ একাধিক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। একই সঙ্গে দমকলের ছ''টি ইঞ্জিনকে সাহায্যের জন্য ডাকা হয়। পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। যদিও মৃতদেহগুলি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, নরেশ দিল্লিতে থাকেন এবং শ্রমিকের কাজ করেন।

আগুন নেভানোর চেষ্টায় ঘর থেকে বের হতে দেরি হয় পরিবারের সদস্য মুকেশ রাম জানান, পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই সময় আগুন লেগে যায়। আমরা জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করি। কিন্তু তা করতে খুব দেরি হয়ে যায়। আমরা চারদিক থেকে আগুনে ঘেরা ছিলাম। নিহতদের মধ্যে রয়েছে নরেশ রামের মেয়ে সোনি কুমারী (১৭), অমৃতা কুমারী (১২), কবিতা কুমারী (৮) এবং শিবানী কুমারী (৬)। আহতরা হলেন রাকেশ রামের স্ত্রী বেবী দেবী (৩০), প্রকাশ কুমার (৮), আকাশ (৪), বিকাশ কুমার (৭)। এছাড়াও মুকেশ রামের সন্তান কিষাণ কুমার (১০) এবং মনীষা (১৭)। সিও মুশাহারী (মুজফরপুর) সুধাংশু শেখর বলেছেন, সোমবার রাত ১২টা নাগাদ রামদয়ালু রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি বস্তিতে আগুন লাগে। এ ঘটনায় ৪ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য তাৎক্ষণিক সাহায্য দেওয়া হবে।

RECOGNISING GREEN REPORTING
(As part of Celebrating International Day for Biological Diversity-2023)

Tripura Biodiversity Board (TBB) has a mandate to create awareness on Conservation of Biological Diversity, its sustainable use & equitable sharing of benefits utilizing mass media. Towards this end, TBB proposes to felicitate Green Newspaper and Green Journalist for Nature Conservation Reporting (Forests, Wildlife, Biodiversity) for the FY 2022-23.

TBB invites application and other details from the interested & eligible Journalist/ Reporters of Tripura and Newspapers of Tripura for participating in the Green Newspaper Award & Green Journalist Award. News/ Articles/ Stories published during FY 2022-23 will be considered for this purpose. Interested/ eligible Newspapers/ Journalists can submit a list of following information alongwith details by Post or by Hand.

(A) For Green Newspaper Award:
(i) Name of registered 'Newspaper participating for Green Award alongwith contact Person, Mobile No & email address.
(ii) Copies of all articles on Biodiversity, Nature, Forests & Wildlife separately on
(a) Front page
(b) Editorial page
(c) Middle/ Last pages of Newspaper
(iii) Cartoon? Photographs on Nature/ Forests/ Wildlife/ Biodiversity designed by Newspaper.
(B) For Green Journalist Award:
(i) Name of registered Journalist with copies of ID Card, Mobile No & Name & email address,
(ii) Copies of all articles on Biodiversity, Nature, Forests & Wildlife written by Journalist concerned separately on
(a) Front Page
(b) Editorial Page
(c) Middle/ Last pages of Newspaper
(iii) Cartoon/ Photographs on Nature/ Forests/ Wildlife/ Biodiversity published by him Winner of Green Newspaper and Green Journalist will be awarded with Memento alongwith Certificate.

Application along with paper cutting shall reach this office by Post or by Hand within 15/05/ 2023 before 05.30 PM. Further information/ clarification if required can be obtained over telephone only (+91 8259891830) from the office of the Tripura Biodiversity Board, Room No-405, Aranya Bhawan, Gurkhabasti, Agartala, Tripura (W) or website: www. biodiversity. tripura.gov.in.

(Pravin Agrawal, ies)
Member Secretary
Tripura Biodiversity Board

ICA/D-182/23

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ব্যক্তিগত জীবনে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে এই প্রবীণ অভিনেত্রী

রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী জয়া প্রদা। আজকে তাহলে চলুন জেনে নেই জয়া প্রদার প্রেম জীবনের গল্প-

৩রা এপ্রিল ১৯৬২ সালে অন্ধ্র প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী জয়া প্রদার আসল নাম ছিল ললিতা রানী। যখন তিনি চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন, তখন তিনি তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন জয়া প্রদা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে জয়া সিনেমা জগতে পা রেখেছিলেন। পেশাদার জীবনে তিনি সুপারহিট অভিনেত্রী হতে পারেন, তবে তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। জয়া প্রদা তার ক্যারিয়ারে ২০০ টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি সেই প্রবীণ অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন যারা ৭০ এবং ৮০ এর দশকের সেরা অভিনেতাদের সঙ্গে পর্দা ভাগ করেছেন। জয়ার কেরিয়ার শুরু হয়েছিল তেলেগু চলচ্চিত্র দিয়ে, তবে তিনি কেবল বলিউড থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছেন।

জয়া যখন তার ক্যারিয়ারের শীর্ষে ছিলেন, তখন তার নাম চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রীকান্ত নাহাতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তবে দু'জনেই সবসময় এই সম্পর্ককে বন্ধুত্বের নাম দিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে, ২২শে জুন, তিনি শ্রীকান্ত নাহাতাকে বিয়ে করেন। নাহাতা তখন বিবাহিত এবং তিনি তিন সন্তানের পিতা। আর তাই দ্বিতীয় স্ত্রীর খেতাব পান জয়া প্রদা।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবর অনুযায়ী, জয়া প্রদাকে বিয়ে করার পরও নাহাতা তার প্রথম স্ত্রীকে ছাড়েননি। এরপর তাদের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা আসতে থাকে এবং ধীরে ধীরে দুজনেই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এর পরে জয়া তার বোনের সন্তানকে দত্তক নেন এবং এখন তার সঙ্গেই থাকেন।

বাড়ির মূল দরজায় এই একটি জিনিস রাখলে, খুলে দেয় সাফল্যের সব পথ

বাস্তুশাস্ত্রে এমন অনেক জিনিসের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো সঠিক পথে এবং সঠিক স্থানে রাখলেই শুভ ফল পাওয়া যায়। এই জিনিসগুলি ঘরে লাগালে ইতিবাচক শক্তি বাস করে। ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি আসে। মা লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এছাড়াও, এই জিনিসগুলি যদি কোনও নির্দিষ্ট দিনে বাড়িতে রাখা হয় তবে এর প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়।

এই জিনিসগুলির মধ্যে একটি হল তামার সূর্য।

বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়ির মূল দরজায় রাখা তামার সূর্য প্রতিটি কাজে সাফল্য এনে দেয়। একজন মানুষ প্রতিটি মোড়ে সাফল্য পায়। আপনিও যদি বাড়িতে তামার সূর্য বসানোর কথা ভাবছেন, তাহলে এটি স্থাপন করার আগে জেনে নিন এর উপকারিতা সম্পর্কে। এছাড়াও কোন দিকে এটি প্রয়োগ করা উপকারী। শিখুন।

ঘরের এই দিকে তামার সূর্য রাখুন

জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে, আপনি যদি ঘরে তামার সূর্য স্থাপন করার কথা ভাবছেন, তবে বলুন যে এটি রবিবার স্থাপন করা ভাল। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ছাড়াও সংক্রান্তি ইত্যাদিতেও এটি বাড়িতে স্থাপন করা যেতে পারে। তামার রোদ লাগিয়ে বছরের শুরুটাও করা যায়।

বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এটি বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণের দেওয়ালে স্থাপন করা যেতে পারে। এই দিকে প্রয়োগ করা খুবই উপকারী বলা হয়েছে। অন্যদিকে, আপনি যদি এটি বাড়ির ভিতরে স্থাপন করতে চান তবে তামার সূর্যকে জীবিত আকারে পূর্ব দিকে স্থাপন করা যেতে পারে। এটি বাড়ির প্রধান দরজায়ও টাঙানো যেতে পারে।

এটি স্থাপন করতে ভুলবেন না

বাস্তুতে, যে কোনও কিছু প্রয়োগ করার জন্য একটি সঠিক নির্দেশনা রয়েছে। তেমনি কিছু জায়গা আছে যেখানে ভুল করেও রোপণ করা উচিতনয়। যদি আপনার তামার সূর্য রোদে ফাটল বা ভেঙে যায় তবে তা অবিলম্বে সরিয়ে ফেলুন। বাস্তুশাস্ত্রে এই ধরনের ভাঙা জিনিস স্থাপন করা নিষিদ্ধ। এই জিনিসগুলি ঘরে রাখলে নেতিবাচকতা আসে।এছাড়া এটি সবসময় বাড়ির একটি পরিষ্কার জায়গায় রাখা উচিত এতে ঘরে ইতিবাচকতা বজায় থাকে।

তামার রোদে লাগালে উপকার পাওয়া যায়

বাস্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘরে তামার সূর্য রাখলে ঘরে পজিটিভ শক্তির বাস করে। সেই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মাধুর্য বজায় থাকে।এতে ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি আসে। অন্যদিকে, জীবনে জনপ্রিয়তা পেতে অবশ্যই ঘরে তামার সূর্য রাখুন। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, সাফল্য পেতে আপনার কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই তামার সূর্য রাখুন।

১০ দিনের মধ্যে ওজন তো কমবেই ব্লাড সুগার থেকে প্রেশার সবই কমবে

বিশ্বজুড়ে ক্রমেই বাড়ছে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপের মত একগুচ্ছ সমস্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর মূল সমস্যা হল লাইফস্টাইল। রোজকার জীবনযাত্রায় অতিরিক্ত চাপ, ঠিক মতো খাওয়া না হওয়া, ঘুম না হওয়া এবং পারিপার্শকি নানা চাপে বাড়ছে একাধিক সমস্যা। মাত্রাছাড়া ভাবে বাড়ছে ক্যানসারের মত জটিল অসুখও। আর তাই এক্ষেত্রে নিজেরযত্ন নিজেকেই নিতে হবে। কর্মজীবনের অতিরিক্ত ব্যস্ততা, মানসিক চাপ আমাদের নিজেকে ভালবাসতে ভুলিয়ে দিচ্ছে।যে কারণে আমরা নিজেদের শরীরের প্রতিই যত্নশীল নই। একটানা বসে কাজ করে যাওয়া, ঠিক মতো খাবার না খাওয়া, বিরিয়ানি-পরোটার মত তেল জাতীয় খাবার অত্যধিক পরিমাণে খাওয়াতেই বাড়ছে সমস্যা। দিনের পর দিন এই অভ্যাস চলতে থাকায় সমস্যা একটা সময়ে এমন পর্যায়ে যায় যে যখন চিকিতা, ওষুধেও কোনও কাজ হয় না। তাই জোর দিতে হবে রোজকারের জীবনযাত্রায়।

নিজেকে ভালবাসার প্রাথমিক শর্তই হল নিজের জন্য সময় বের করা। প্রতিদিনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করে নিন। অন্তত ৩০ মিনিট হেঁটে আসুন। সঙ্গে ফ্রি হ্যান্ড এক্সসারসাইজ করতে পারলে ভাল, না করলেও অসুবিধে নেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ব্রিস ওয়াকিং। অর্থাতহনহনিয়ে হাঁটুন। এক্ষেত্রে নিজের শরীর বুঝে হাঁটতে হবে যাতে শরীরের অতিরিক্ত ঘাম ঝরে যায়। এমন ভাবে হাঁটতে হবে যাতে ঘাম হয়। কারণ ঘাম ঝরানো এই হাঁটার মূল উদ্দেশ্য। সপ্তাহে ১৫০-২০০ মিনিট পর্যন্ত হাঁটতে হবে। হাঁটতে যাওয়ার আগে জুতো নির্বাচন জরুরি। সব সময় চেষ্টা করবেন ভাল গ্রিপ দেওয়া বাঁধা জুতো পরতে। এতে হাঁটার স্পিড ঠিক থাকে। তবে সব চিকিতক আবার এই কথা বলছেন না। তাঁদের মতে সপ্তাহে পাঁচদিন নিয়ম করে হাঁটলেই হবে।

প্রথম থেকে খুব জোরে হাঁটতে যাবেন না। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধীরে ধীরে হাঁটার স্পিড বাড়ান। প্রথমেই ৩০ মিনিট হাঁটতে অসুবিধে হলে ১৫ মিনিট হেঁটে বিশ্রাম নিন। আবার তারপর হাঁটুন। হেলেদুলে হেঁটে কোনও লাভ নেই। তবে হেঁটে ফেরার পথে বিরিয়ানি, তেলেভাজা বা মিষ্টির লেভ করলে চলবে না। তাহলে কোনও লাভ নেই। নিজের হাঁটায় গতি আনতে আরও যা কিছু করবেন-

নিয়মিত ব্রিস ওয়াকিং করলে নিজের শরীরে পরিশ্রম করার ক্ষমতা বাড়ে। কাজে এনার্জি পাওয়া যায়।

ঘাম ঝরলেই মেটাবলিজম ভাল হবে আর তখন কিন্তু মেদও ঝরবে।

রোজ হাঁটা অভ্যাস হয়ে গেলে হজমের সমস্যা হবে না। সুগার, কোলেস্ট্রল সবই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সকালে হাঁটতে পারলে সবথেকে ভাল। নইলে অফিস থেকে ফেরার পথে একটা বা দুটো স্টপেজ আগে নেমে হেঁটে আসুন। এতে ফেরার পথে বাজার হবে আর হাঁটাও হয়ে যাবে।

আপনার অজান্তেই ধীরে-ধীরে ফাটি লিভার নিচ্ছে ভয়াবহ চেহারা

যতদিন যাচ্ছে বেড়েই চলেছে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা। আগে বয়স বাড়লে এই সমস্যা দেখা দিত। তবে এখন আর এই সমস্যা বয়স মানে না। মূলত লিভারে অতিরিক্ত মেদ জমলেই এই রোগ হয়। লিভার মানব শরীরের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যা শরীরের টক্সিন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ডায়াবেটিস ও প্রি-ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি দেখা যায়। তবে বিশেষ করে মদ্যপানের অভ্যেস যাঁদের রয়েছে তাঁদেরই এই সমস্যা বেশি হয়। তবে মদ্যপান না করলেও এই সমস্যা হতে পারে।

কেন হয় ফ্যাটি লিভার:

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন: কর্মব্যস্ত জীবনের একটা বাজে অভ্যেস হল অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। আর এই বদভ্যাসই শরীরকে এই ধরনের রোগের দিকে ঠেলে দেয়।

মদ্যপান: অতিরিক্ত মদ্যপান করলে ফাটি লিভারের ,সমস্যা হতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

অতিরিক্ত ওজন: বেড়েই চলেছে ওজন মেশিনের কাঁটা? নিজের অজান্তেই একাধিক রোগ ডেকে আনছেন। ওজন অতিরিক্ত বাড়তে শুরু করলেই লিভারের উপর এর প্রভাব পড়ে। লিভারে ফাট জমতে শুরু করে।

ডায়াবেটিস: ডায়াবেটিসের সমস্যা এখন ঘরে-ঘরে। আর আপনি যদি ডায়াবেটিক হন, তবে এই প্রাণঘাতী ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি রয়েছে।

ফ্যাটি লিভারের লক্ষণ:

ফ্যাটি লিভারের প্রাথমিক লক্ষণ নেই। তবে ধীরে-ধীরে এর লক্ষণ গুলি স্পষ্ট হয়। পেটে চর্বি জমতে শুরু করে। হজমের সমস্যা হয়। খাবারে অরুচি আসে। সেই সঙ্গেই কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়, শরীর দুর্বল লাগতে শুরু করে।

এই রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে যা কিছু করবেন:

মদ্যপান তাগ করুন: যদি এই সমস্যাকে বাগে আনতে চান, তবে অবিলম্বে মদ্যপান ত্যাগ করুন। কারণ মদ্যপানের কারণে লিভারে অতিরিক্ত ফাট জমতে শুরু করে।

নিয়মিত শরীরচর্চা করুন: শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। সুস্থ থাকতে তাই নিয়মিত শরীরচর্চার প্রয়োজন। ফাটি লিভারের সঙ্গেও লড়তে তাই রোজ শরীরচর্চা করতে হবে। হাঁটুন, সাঁতার কাটুন। সুস্থ থাকবেন।

চর্বিযুক্ত খাবার কম খান: ঘি, মাখন, চিজ, খাসির মাংসের মতো চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া চলবেনা। যতটা পারবেন তেল, মশলা ছাড়া খাবার খান।

পাকেট জাতীয় খাবার নয়: বাজার চলতি পাকেট জাতীয় খাবারে সাচুরেটেড ফাট থাকে। তাই এই ধরনের খাবার একেবারে খাওয়া চলবে না।

স্বাস্থকর জীবনযাপন: সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন জরুরি। ফাটি লিভারের সঙ্গে লড়তে সবার আগে প্রয়োজন অস্বাস্থ্যকর, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে লাগাম টানা। নইলেই বিপদ। কফি খান: কফি লিভারের জন্য খুব উপকারি। তাই এই সমসা থেকে মুক্তি পেতে কফি খাওয়ার অভ্যেস করুন। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

এবার শুধু তরমুজের লাল অংশ নয়, ফেলবেন না খোসাও

গরমের মরশুমে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল তরমুজ। কেবল খেতে ভালোই নয়, শরীরকে হাইড্রেটেট রাখতে সহায়তা করে তরমুজ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, তরমুজের জলের পরিমাণ থাকে ৯২ শতাংশ। পাশাপাশি এতে রয়েছে ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন সি, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম-সহ অন্যান্য উপকারী উপাদান।

আমরা সকলেই জানি তরমুজের মোট ওজনের মধ্যে অর্ধেকটাই থাকে খোসা।

আমরা সাধারণত লাল অংশটুকুই খাই। একটা ছয় কেজি ওজনের তরমুজের প্রায় তিন কেজিই খোসা থাকে। আমরা সবাই ফল খেয়ে খোসাটি ফেলে দিই। তবে আপনিও যদি তরমুজ খাওয়ার পর খোসা ফেলে দেন, তাহলে গুণগুলোও জেনে নেওয়া দরকার। জেনে নিন তরমুজের খোসার স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, তরমুজের খোসায় রয়েছে সিট্রুলাইন। যা এনার্জির ঘাটতি মেটাতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। সিট্রুলাইন রক্তনালী প্রসারণ করতেও সাহায্য করে। সমীক্ষা অনুসারে ওয়ার্ক আউটের সময় সিট্রুলাইনের পরিপূরকগুলি আমাদের পেশীতে অক্সিজেন সরবরাহ করে, যার ফলে পারফর্মেন্সের উন্নতি ঘটে। এটি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। আপনি যদি নিয়মিত প্রেশার কমানোর ওষুধ খান, তাহলে তরমুজের খোসা খাওয়ার চেষ্টা করুন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, তরমুজের নির্যাস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। তরমুজের খোসার আর একটি গুণ হল এটি ফাইবার সমৃদ্ধ। তাই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হলে তরমুজের খোসা খেতে পারেন। এছাড়াও এটি কোলেস্টেরল এবং রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। তাই ফাইবারের ঘাটতি মেটাতে হলে তরমুজের খোসা খেতে ভুলবেন না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, তরমুজের খোসায় ক্যালরির পরিমাণ কম তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে দারুণ সহায়ক। তবে, তরমুজের খোসা খাওয়ার ক্ষেত্রে একেবারে বাইরের সবুজ অংশটা খাবেন না। যেন তাহলে পেটের সমস্যা হতে পারে। তরমুজের ভিতর লালের পরে যে সাদা অংশটি রয়েছে সেটি খান। ভাবছেন, কেমন করে খাবেন ?

এই খোসা আপনি কাঁচা খেতে পারেন, আর কাঁচা খেতে না চাইলে রান্না করেও খেতে পারেন। সালাদ বা জুস হিসেবে খেতে পারেন। আবার আচার বা হালুয়াও করা যায় তরমুজের খোলা দিয়ে। লাউয়ের মতো ছোট ছোট টুকরো করে ডাল বা রান্না করেও খেতে পারেন। এর স্বাদ অনেকটা চাল কুমড়োর মতো। তবে রান্নার চেয়ে কাঁচা বেশি উপকারী বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

কাজু খেলে কি সত্যিই ওজন বাড়ে ?

সকালে দু-চারটে কাজুবাদাম অনেকেই খান। কেই কেউ আবার সন্ধের জলখাবারে দু-চারটে মুখে পুড়ে দেন। এদিকে পায়েস হোক বা গরমের দুপুরে ঠান্ডা কাস্টার্ড, স্বাদ বাড়াতে কাজুবাদামের জুড়ি মেলা ভার। চিকেন চাপের মতো পদেও আলাদা মাত্রা যোগ করে কাজুবাদাম।

বিশেষজ্ঞদের মতে কাজুবাদামে রয়েছে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা নানা ভাবে শরীরের উপকারে লাগে।

তবুও এই বাদাম সম্পর্কে ভুল ধারনার লিস্ট বেশ লম্বা। যেমন ধরুন- কেউ কেউ মনে করেন রোজ কাজুবাদাম খেলে নাকি ওজন বেড়ে যায়। সত্যিই কি এমনটা হয় ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, কাজুতে সন্ধান মেলে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট বা গুড ফ্যাটের। এই গুড ফ্যাট হার্টের জন্য খুবই উপকারী। তাই তো রোজ অল্প পরিমাণে কাজুবাদাম খেলে রক্তে ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে থাকে, যে কারণে হার্টের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতিও মেটে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে কাজুবাদামের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। কারণ কাজুতে রয়েছে প্রোঅ্যান্থোসায়ানিডিন নামে এক ধরনের ফ্ল্যাভোনল, যা টিউমার কোষের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। ক্যানসার রোগকে দূরে রাখার জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন পড়ে, তারও কিছু কিছু মজুত রয়েছে কাজুতে।

কাজুতে রয়েছে উপকারী ফ্যাট, যা আমাদের শারীরের গঠনে কাজে আসে। তাছাড়া এই প্রাকৃতিক উপাদানে যে ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ রয়েছে তার প্রভাবে ওজন বাড়ে না, বরং এই ফ্যাটের সহায়তায় বিপাকের হার বাড়ে। সেই সঙ্গে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং হাই কোলেস্টেরলের মতো রোগকেও দূরে রাখে।

কাজু বাদামের সঙ্গে অল্প পরিমাণে জল ও মধু মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। এবার এই মিশ্রণটি দুধের মধ্যে মিশিয়ে খান। উপকার পাবেন।

বিছানায় থাকা এইসব পোকার কামড়ে হতে পারে অ্যালার্জি

আট পায়ের ছোট্ট একটি পোকা, অনেকটা উঁকুনের মতো! এই পোকার কামড়ে শরীরে সৃষ্টি হতে পারে অ্যালার্জি। অনেকটা অদৃশ্য অবস্থায় থাকে এই পোকা। কারণ অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় খালি চোখে এই পোকা খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল।

সাধারণত নরম স্থানে এই পোকা বাসা বাঁধে। নরম বিছানা, লেপ, কম্বল, সোফা, কার্পেট, ভারি পর্দা- ইত্যাদি স্থানে সহজেই বসবাস করতে পারে মারাত্মক এই পোকা।

এমনকি শিশুদের খেলনাতেও বাসা বাঁধতে পারে এই পোকা। বলছি মাইট পোকার কথা।

বেশি গরম বা ঠান্ডা নয় এমন আবহওয়াতেই মাইট নামের ছোট্ট পোকা নরম বিছানায় মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। এ ছাড়াও এরা সোফা ও ঘরের কার্পেটেও থাকতে পারে।

এমনকি কাপড়ে তৈরি বাচ্চাদের খেলনা বা টেডি বিয়ারের ভেতরেও আরাম করে বসে থাকে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী এই পোকা।

জার্মানির এরলাঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিকের অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ ভেরা মালার এ বিষয়ে বলেন, ''অনেকেরই ভোরে বিছানায় থাকা অবস্থাতেই নাক দিয়ে জল ঝড়ে কিংবা কাশি-হাঁচি হয়। আবার কারও কারও সারা বছরই এমনটা হয়। এর কারণ হতে পারে মাইট পোকা। তাই অবশ্যই অ্যালার্জি পরীক্ষা প্রয়োজন। কারণ এই অ্যালার্জি পরে অ্যাজমা রোগে রূপ নিতে পারে।'' এমনকি যাদের এই পোকায় অ্যালার্জি আছে, তাদের বাড়িতে বেশি কার্পেট রাখা উচিত নয়। বাড়ির ছোট শিশুরা কার্পেটে বসে খেলাধুলা করে। তাদের ক্ষেত্রে মাইট পোকা অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। আবার ছোট শিশুরা নরম তুলতুলে কাপড়ের তৈরি খেলনা বা টেডি বিয়ার সব সময় কোলে রাখে বা খেলে। এমনকি কেউ কেউ তো সেগুলোকে সঙ্গে নিয়েও ঘুমায়। এই খেলনার গায়ে মাইট পোকা আটকে থাকতে খুব ভালোবাসে। তার শরীরে থাকা ব্যাকটেরিয়া খুব সহজেই ছাড়াতে পারে শিশুদেরও গায়ে। ঘরের সোফা বা মোটা পর্দায়ও ঘাপটি মেরে বসে থাকে মাইট পোকা।

এই ক্ষুদ্র পোকাকে খালি চোখে ঠিকমতো দেখা যায় না বলে অনেকে জানেই না যে "মাইট" পোকাই তাদের অসুস্থতার কারণ। তাই নিয়মিত সবকিছু পরিষ্কার রাখতে হবে। জেনে নিন করণীয়- সপ্তাহে অন্তত দু'দিন বিছানার লেপ তোষক, বালিশ, চাদর রোদে দিন। এ ছাড়াও ঘরে যাতে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখুন। সম্ভব হলে তোষক বা ম্যাট্রেসেরও একটি ঢাকনা লাগিয়ে নিন। ঘুমানোর আগে কিছুক্ষণ ঘরে মুক্ত বাতাস আনার জন্য জানালা-দরজা খুলে দিন। তবে পোকামুক্ত বিছানা রাখতে বাড়তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশেষ জরুরি। ঘরে থাকা কার্পেট বা পাপোস নিয়মিত খুব ভালো করে পরিষ্কার করুন। মাঝে মাঝে কার্পেটও শ্যাম্পু করতে পারেন। মাঝে মাঝে শিশুর খেলনাগুলো ধুয়ে দিন। তাছাড়া কিছু দিন পরপর সেগুলোকে ঘণ্টা দুয়েক ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলে জীবাণু মরে যায়।

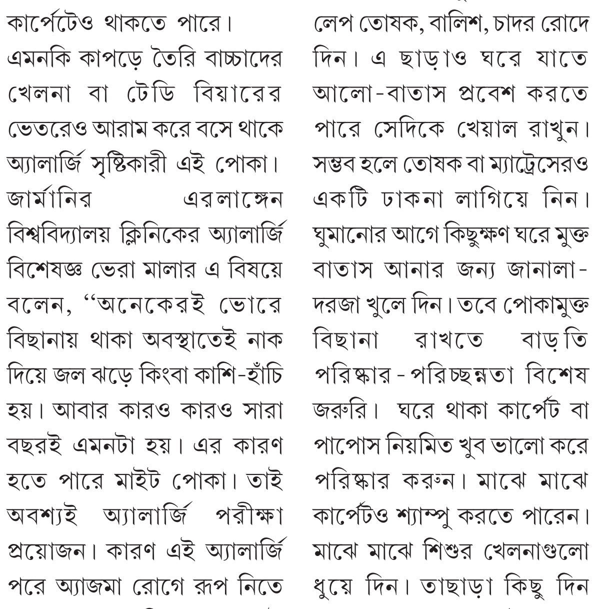

মা কালীর বিকৃত ছবি পোস্ট, সমালোচনার মুখে ক্ষমা চাইল ইউক্রেন সরকার

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.) : মা কালীর বিকৃত ছবি পোস্ট ঘিরে বিতর্কের মাঝেই ক্ষমা চাইলেন ইউক্রেনের উপ বিদেশমন্ত্রী এমিনে ঝাপারোভা। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রবিবার একটা ছবি পোস্ট করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয় ভারতে। মা কালীর অবমাননাকর ও বিকৃত ছবি পোস্ট করে ভারতীয়দের ভাবাভেগে আঘাত করেছে ইউক্রেন, এই অভিযোগে নেট দুনিয়ায় আলোচনা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেই আবহে এবার পিছু উঠল ইউক্রেন। গোটা ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে টুইট করেছেন ইউক্রেনের

গত ৩০ এপ্রিল ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে টুইট করা একটি 'আর্টওয়ার্ক'কে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিতর্ক। সেখানে দেখা যাচ্ছে ঘন কালো মেঘের উপর দিয়ে শিল্পকর্ম করা হয়েছে। একটি নারী শরীর আঁকা হয়েছে ওই মেঘের উপর দিয়ে, যা দেখে হিন্দুদের দেবী মা কালীর মিল পাওয়া যাচ্ছে। সেই নারীর জিভ বের করা, গলায় মুণ্ডুমালা এবং ফুলের মালা। তবে হাতে খাঁড়া বা অসুরের মুণ্ডু নয়। হাতদু'টি জড়ো করে ধরে রাখা আছে পেটের নীচে। সেখানে মেঘটা উড়ন্ত স্কার্টের আকার নিয়েছে। ছবিটির সঙ্গে হলিউড অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর একটি বিখ্যাত ছবিরও মিল খুঁজে পেয়েছিলেন নেটিজেনরা। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে টুইট করা একটি 'আর্টওয়ার্ক'কে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিতর্ক। সেখানে দেখা যাচ্ছে ঘন কালো মেঘের উপর দিয়ে শিল্পকর্ম করা হয়েছে। একটি নারী শরীর আঁকা হয়েছে ওই মেঘের উপর দিয়ে, যা দেখে হিন্দুদের দেবী মা কালীর মিল পাওয়া যাচ্ছে। সেই নারীর জিভ বের করা, গলায় মুণ্ডুমালা এবং ফুলের মালা। তবে হাতে খাঁড়া বা অসুরের মুণ্ডু নয়। হাতদু'টি জড়ো করে ধরে রাখা আছে পেটের নীচে। সেখানে মেঘটা উড়ন্ত স্কার্টের আকার নিয়েছে। ছবিটির সঙ্গে হলিউড অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর একটি বিখ্যাত ছবিরও মিল খুঁজে পেয়েছিলেন নেটিজেনরা।

এই ছবি হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে উপহাস করছে বলে মনে করছেন নেটিজেনদের একাংশ। ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সিনিয়র উপদেষ্টা কাঞ্চন গুপ্তা বলেন, তিনি আরও লেখেন, 'এটা সারা বিশ্বে হিন্দুদের অনুভূতির উপর আঘাত'। 'ভারতের থেকে সাহায্য চাইতে সম্প্রতি দিল্লিতে এসেছিলেন ইউক্রেনের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী। সেই মুখোশের পিছন থেকে ইউক্রেন সরকারের বাস্তব রূপটা বেরিয়ে এসেছে।

এরপরই ইউক্রেনের ডেপুটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এমিন ঝেপার টুইটে ক্ষমা চেয়েছেন। টুইট করে এমিন লেখেন, 'ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি টুইটে মা কালীকে বিকৃতভাবে দেখানো হয়েছিল। সেই টুইটের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।' এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। টুইটে আরও লেখেন, 'ইউক্রেন ও এদেশের প্রতিটি মানুষ ভারতীয় সংস্কৃতিকে সম্মান করে এবং আমাদের প্রতি ভারতের সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

শিক্ষকদের বেতন নেই সাত মাস ধরে

মালদা, ২ মে (হি. স.) : রাজ্যের একটি সরকারি মাদ্রাসায় কর্মরত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকারা দীর্ঘ প্রায় ৭ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সমাধানের পথ পেতে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মালদা জেলা সফরে যাচ্ছেন। তাই ওই মাদ্রাসার চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাতে চাইছেন যাতে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেন।

সাধ্যের মধ্যে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলে বাংলার ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার নানা জেলায় ইংরেজী মাধ্যমের সরকারি স্কুল খোলার কাজ করে চলেছে। মালদা জেলাতেও এই পথে হেঁটে একটি রাজ্য সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা খোলা হয়। মাদ্রাসাটিতে ভর্তি শুরু হয় ২০১৮ সালে। প্রথমদিকে পড়ুয়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকলেও বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৫০ জনেরও বেশি। প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে এখানে। প্রতি বছর একটি করে শ্রেণি বাড়ানো হচ্ছে। পরিকাঠামোর দিক দিয়েও অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। এমনকী রয়েছে নিজস্ব অডিটোরিয়ামও।

জানা গিয়েছে, মালদার এই রাজ্য সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রায় ৭ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়ে গিয়েছেন। বর্তমানে এই ইংরেজি মাধ্যমের মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন ২০ জন। তাঁদের মধ্যে ১২ জনই চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও প্রাথমিক স্কুল থেকে অস্থায়ীভাবে ৩ জন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে ৪ জন এবং ১জন অতিথি শিক্ষক রয়েছেন।

চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের বেতন হয় রাজ্য মাদ্রাসা ডিরেক্টরেট থেকে। একজন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের মাসিক বেতন ১০ হাজার টাকা হলেও যে সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই বেসরকারি সংস্থাটি ১৫০০ টাকা কেটে নেয় চুক্তি অনুযায়ী। ফলে একজন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক মাসের শেষে হাতে পান মাত্র ৮৫০০ টাকা। কিন্তু গত সাত মাস ধরে সেই বেতনও মিলছে না। তার জেরে কয়েকদিন আগে তাঁরা ক্লাস বয়কটেরও সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। তাঁদের বেতন না পাওয়ার অভিযোগের যে সত্যতা রয়েছে, তা স্বীকার করেছেন ওই ইংরেজি মাধ্যমের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও স্থায়ী শিক্ষক শিক্ষিকারাও।

এই সরকারি ইংরেজি মাধ্যমের মাদ্রাসার সব চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকারই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে। কারও রয়েছে বিএড ডিগ্রিও। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আফরোজ্জামান হক বলেন, একথা ঠিকই চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকারা দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাচ্ছেন না। সম্প্রতি তাঁরা আন্দোলন করছেন। কর্মবিরতিও করেছেন। ফলে বাকি শিক্ষক শিক্ষিকাদের অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে চিঠিও দিয়েছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতির ডাক

কলকাতা, ২ মে (হি. স.) : জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী ইউজিসি 'কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক'-এর ভিত্তিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের স্নাতকস্তরের পরিকল্পনা আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করার প্রতিবাদে বুধবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে।

সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (আবুটা) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় শাখার পক্ষে গৌতম মাইতি মঙ্গলবার এ কথা জানান। তিনি বলেন, "এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেবল আর্টস ও সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে আলোচনা হয়েছে এবং ঐক্যমত্য হয়নি। তারপর যুক্ত ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলে আলোচনা করলেও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও কোর্টে আলোচনা করা হয়নি। এটা নিয়মবহির্ভূত।"

রোহিঙ্গাদের ফেরৎ পাঠাতে ভারতকে বাড়তি উদ্যোগের আর্জি বাংলাদেশের

ঢাকা, ২ মে (হি. স.) : রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের দেশ মায়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসনে ভারতকে অধিকতর কার্য্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মার সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এই আহবান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলেও তাদের অবস্থান শুধু বাংলাদেশেই নয়, পুরো অঞ্চলের জন্য সমস্যা তৈরী করছে। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদিন সংবাদমাধ্যমকে একথা জানান।বাংলাদেশ ভারতকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বিবেচনা করে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্ককে 'দৃঢ় ও অনন্য' বলে অভিহিত করেন।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের জনগণ ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে থাকাকালীন প্রশিক্ষণ নেওয়া ও মুক্তিযুদ্ধের অংশ নেওয়ার কথাও তুলে ধরেন। বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এর ফলে দু''দেশের সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

বাংলাদেশ ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, 'চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য যে চুক্তি হয়েছে তাতে দু'' দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে।'গত ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে নিজ দেশে পণ্য পরিবহণের বাণিজ্যিক অনুমতি পেয়েছে ভারত।

এর আগে ২০১৮ সালে ভারতে এসিএমপি (চট্টগ্রাম এবং মংলা পোর্ট) চুক্তি সই করে ঢাকা ও দিল্লি। এর আওতায় ভারতকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে নিজ দেশে পণ্য পরিবহণের অনুমতি দেয় বাংলাদেশ। জল বন্টন চুক্তিসহ দু''দেশের অমীমাংসিত ইস্যুগুলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলোচনার মাধ্যমে অচিরেই সমাধান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। ভারতের হাইকমিশনার বলেন, তার দেশ বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। গত দেড় দশকে দু'দেশের মধ্যে কানেক্টিভিটি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় দেশের জনগণ তার সুফল ভোগ করছে।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের 'শূন্য সহনশীলতার' নীতির প্রশংসা করে তিনি বলেন, এর ফলে এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এসেছে যা দুদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখছে। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সচিবরা এবং ডেপুটি হাইকমিশনার বিনয় জর্জও উপস্থিত ছিলেন। এ দিন কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার অফিস সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

একুশের জয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে মানুষকে অভিনন্দন মমতার

কলকাতা, ২ মে (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশের জয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে আমজনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে ট্যুইট করলেন। দিলেন আবেগময় বার্তাও।

এদিন অর্থাৎ ২ মে, পশ্চিমবঙ্গের বুকে সাড়ম্বরে উদযাপিত হচ্ছে একুশের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই দিনেই বাংলার মানুষের রায়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্য বাংলা শাসনের অধিকার অর্জন করেছিল। সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করেছেন।

তিনি লিখলেন, '২০২১ সালে আজকের দিনে বাংলার মা-মাটি-মানুষ সারা পৃথিবীতে দেখিয়েছিলেন যে গণতন্ত্রে মানুষের শক্তির চেয়ে বড় কোন শক্তি নেই। আর সেজন্য আমি তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকৃত জাতি নির্মাণে আমাদের প্রয়াস জারি রাখতে হবে, দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে হবে, কারণ আগামী দিনে আমাদের অনেক যুদ্ধ লড়তে হবে, জিততেও হবে। আমি আজ মা-মাটি-মানুষ দিবসে বাংলার সকল মানুষকে আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্র বজায় রাখার যে ভূমিকা তারা পালন করেছেন সেজন্য তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন রাহুলের

শিবমোগা, ২ মে (হি.স.): দুর্নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রশ্ন করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে বাসভরাজ বোম্মাই সরকারকে চুরি করা সরকার বললেন রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার কর্ণাটকের শিবমোগা জেলার থিরথাহল্লিতে একটি নির্বাচনী জনসভা করেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি বলেছেন, 'বিজেপির এই সরকার চুরি করা সরকার। ৩ বছর আগে গণতন্ত্র ধ্বংস করে তা চুরি করেছিল বিজেপি। কেন এই সরকারের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদী? কর্ণাটকে দুর্নীতি বন্ধে তিনি কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তা তাঁরই বলা উচিত।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী এখানে এসে বলেছিলেন, কংগ্রেস তাঁকে ৯১ বার আক্রমণ করেছে। কর্ণাটক নিয়ে তিনি কিছু বলছেন না, বিজেপি সরকার কী করবে তা তাঁকেই তো বলা উচিত। শুধু মোদীই নন, এই পৃথিবীতে আরও কিছু মানুষ আছে। তাঁর দলের অন্যান্য নেতাদের যুবসমাজ ও মহিলাদের সম্পর্কে কথা বলা উচিত।'

হাইকোর্টের নির্দেশে ১২ বছর পর লাভপুরে ফিরলেন শতাধিক ঘরছাড়া

বীরভূম, ২ মে (হি. স.) : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ১২ বছর পর ঘরে ফিরলেন বীরভূমের লাভপুরের শতাধিক ঘরছাড়া। মঙ্গলবার কড়া পুলিশি ঘেরাটোপের মাঝে গ্রামে ফেরেন শতাধিক মানুষ। লাভপুর থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী শতাধিক মানুষকে গ্রামে ফেরাতে সাহায্য করেন।

দীর্ঘ ১২ বছর পর নিজের ভিটেতে ফিরে কেমন লাগছে, এই প্রশ্নের জবাবে এক ব্যক্তি জানান, আমাদের ঘরের লোক খুন। আমরাই গ্রামছাড়া। আজ ফিরলাম। খুব খুশি। আদালতের নির্দেশে পুলিশের ভরসাতেই ঘরে ফিরলাম।

২০১০ সালে গ্রাম্য বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বীরভূমের লাভপুরের নবগ্রাম এলাকা। সেই ঘটনায় তিনজনকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর মামলা দায়ের হয় একাধিক ব্যক্তির নামে। সেই সময় লাভপুরের নেতা মণিরুল ইসলামের এলাকায় বেশ প্রভাব ছিল। অভিযোগ, মণিরুলের ভয়েই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান প্রায় ১০০ জন গ্রামবাসী। এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে।

অবশেষে আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী ১৬ মে এর মধ্যে ঘরছাড়াদের গ্রামে ফেরাতে হবে। পুরুষ মহিলা মিলে প্রায় ১০০ জনের বেশি মানুষকে এদিন গ্রামে ফেরায় পুলিশ।

বিজেপি নেতার মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ময়নায়, রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে

ময়না, ২ মে (হি.স.): বিজেপি নেতার মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নায়। মৃত বিজেপি কর্মীর নাম-বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়া (৬০), তিনি বিজেপির বুথ কমিটির সভাপতি ছিলেন। সোমবার রাতে ময়নার বাকচা পঞ্চায়েতের গোরামহল এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। যার জেরে এলাকা জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিজেপি নেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে গেরুয়া শিবির।

অভিযোগ, সোমবার রাতে বিজয়কৃষ্ণকে অপহরণ করা হয় এবং পরে তাঁকে খুন করা হয়। এ ছাড়াও সঞ্জয় তাঁতি নামে আরও এক বিজেপি কর্মীকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও শাসকদলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার রাতভর বিজেপির নেতা-কর্মীরা ময়না থানা ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। মঙ্গলবার সকাল থেকেও রাজ্য সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন তাঁরা। নিহত বিজেপি কর্মীকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছি কি না, সে প্রসঙ্গে পুলিশের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির কিছু জিনিস কিনতে যাচ্ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। অভিযোগ, সেই সময় পথে এক দল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁদের ওপর হামলা চালান। স্ত্রী ও পুত্রকে বাঁচাতে গেলে বিজয়কৃষ্ণকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা তাঁদের চিৎকার শুনে ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা বিজয়কৃষ্ণকে তুলে নিয়ে চলে যান বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও বহু ক্ষণ তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে রাতের দিকে বিজয়কৃষ্ণের দেহ তমলুক হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হয়।

৪ মে অবধি ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২ মে (হি.স.): নিম্নচাপ অক্ষরেখা ও পূর্ব বাংলাদেশের ওপর ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। দিনের অধিকাংশ সময় আকাশও আংশিক মেঘলা থাকছে। বৃস্পতিবার, ৪ মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এই ঝড়-বৃষ্টি চলবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। বুধবার ঝড়-বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে, শুক্রবার থেকে তাপমাত্রাও আবারও বাড়ার সম্ভাবনা।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই পরিষ্কার আকাশ ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি কম, ৩০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহবিদরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ১৫টি জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ওই দিন ওই পাঁচ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার পর্যন্ত উত্তরের আট জেলায় হতে পারে বৃষ্টি। সঙ্গে বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া।

ফ্রিতে বিদ্যুৎ থেকে বিনামূল্যে মহিলাদের বাসে ভ্রমণ, কর্ণাটক নির্বাচনে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ কংগ্রেসের

বেঙ্গালুরু, ২ মে (হি.স.): কর্ণাটকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশের সময় উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া, কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার, রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা প্রমুখ। নির্বাচনী ইস্তেহারে কর্ণাটকের জনগণের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস।

নির্বাচনী ইস্তেহারে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে, তাঁদের সরকার বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

পরিবারের প্রত্যেক মহিলা প্রধানকে প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। বেকার স্নাতকদের দুই বছরের জন্য প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা এবং বেকার ডিপ্লোমাধারীদের প্রতি মাসে ১, ৫০০ টাকা দেওয়া হবে। নিয়মিত কেএসআরটিসি/বিএমটিসি বাসে সমস্ত মহিলাদের বিনামূল্যে ভ্রমণ ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা করেছে, এসসি/এসটি/ওবিসি/সংখ্যালঘু এবং লিঙ্গায়ত ও ভোক্কলিগাসের মতো অন্যান্য সম্প্রদায়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে সিলিং এবং সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করা হবে। কংগ্রেস সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) প্রত্যাখ্যান করার জন্য একটি রাজ্য শিক্ষা নীতি তৈরি করবে বলে ইস্তেহারে ঘোষণা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র উৎসব করতে যাচ্ছে ব্লাড মাউথ ক্লাব কালচারাল একাডেমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। রবীন্দ্র উৎসব করতে যাচ্ছে ব্লাড মাউথ ক্লাব কালচারাল একাডেমী। সোমবার ক্লাব বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানান একাডেমীর কর্মকর্তারা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বিমল কুমার রায় চৌধুরী, সদস্য তথা উৎসবের কনভেনার প্রসেনজিত নন্দী, কার্যকরী কমিটির সদস্য বাসুদেব চক্রবর্তী। আহ্বায়ক জানান, ক্রীড়া ক্ষেত্রের পাশাপাশি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যাতে ক্লাব সমান ভাবে এগিয়ে যায় সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৬২ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসব পালনে রবীন্দ্র মুখী কর্মসূচী নিয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব কালচারাল একাডেমী। তিনি জানান, রবীন্দ্র সঙ্গীত বিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে। ৯ মে কবিগুরুর জন্মদিনে এর সূচনা হবে। ১৩-১৪ মে হবে ক্লাব সংলগ্ন ত্রিপুরেশ্বরি শিশু মন্দিরে রবীন্দ্র সঙ্গীত, বসে আঁকো ও রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতা। ২০-২১ মে ক্লাব বাড়িতে হবে আবৃত্তি, যন্ত্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। এর সমাপ্তি হবে ২৮ মে মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে।

ধর্মনগর রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ধর্মনগর রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি হলঘরে রক্তদান উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সমস্ত কার্যকর্তারা। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে জানানো হয় প্রতিবছরই পহেলা মে ধর্মনগর রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পক্ষ থেকে এ ধরনের রক্তদান শিবির সংঘটিত করা হয়। সমাজসেবা ও মানব সেবার অঙ্গ হিসেবেই প্রতিবছর এ ধরনের রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বলেও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

প্রমীলা বাহিনীর

● প্রথম পাতার পর

সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি। তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার সকালে পানীয় জলের দাবিতে উদয়পুর — পিত্রা সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, নিয়মিত ওই এলাকায় জল সরবরাহ করতে হবে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।

অবরোধের খবর পেয়ে স্থানীয় শাসক দলের যুব নেতা অজিত পোদ্দার ছুটে আসেন অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে এবং নিয়মিত জল সরবরাহ করা হবে তা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

আক্রান্ত পাঁচজন

● প্রথম পাতার পর

২৩ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৮২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৫৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৫ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম জেলা, দক্ষিণ ও ধলাই জেলায় ১ জন করে এবং উত্তর জেলায় ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি চার জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** **একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুপ্রিমো প্রদ্যোতকে

● প্রথম পাতার পর

বাংলা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি এবং বাংলা ভাষায় মুদ্রার মধ্য দিয়ে। রাজত্ব শাসনে ও ত্রিপুরায় উমাকান্ত নামে সরকারি শাসক ছিলেন। যার নামে উমাকান্ত স্কুল রয়েছে।

অথচ সেই সময়ে জাতিবিদ্বেষ বা শুধুমাত্র উপজাতি দরদী বললে অনুচিত হবে। একইভাবে উপজাতি যুব সমিতি তৈরীর পেছনেও উপজাতি ভোটকে পুঁজি করে বামপন্থীদের দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। কিন্তু তাও ধোপে টিকেনি। এবার গ্রেটারে র তিপ্রালান্ডের আওয়াজ তুলে গরিব জনজাতি মানুষদের ভুল বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে বলে তার অভিযোগ। বরং বামপন্থীরাই ভোটের আগে তাদের ইস্তেহারে পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছিল বাম সরকার ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রের উপর চাপড়িয়ে সংবিধান সংশোধন করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। এর বাইরে আর কি থাকতে পারে? অন্যদিকে ভোটের মুখে বামপন্থীদের গ্রেটার তিপ্রালান্ডের প্রতি সমর্থন রয়েছে বলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্ত তৈরি করে বিজেপি ভোট আদায় করেছে বলে তাঁর অভিযোগ। মানিক বাবু বলেন ধর্মের নামে এবং জাতি উপজাতির নামে বিভাজনের রাজনীতি বেশি দিন টিকে না। তাই গ্রেটার তিপ্রালান্ডের দাবি আগামী দিনে জনজাতিদের স্বার্থ বিরোধী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভাবেই এই দাবির বিরুদ্ধে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

ত্রিপুরায় ২০১৮ সাল থেকে শ্রমিকের শ্রম চুরি করছে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাই, এই সরকারকে কোণঠাসা করে রাজনৈতিক উৎখাতে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ লড়াই চাই। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আয়োজিত জনসভায় দীপ্ত ন্ট্রে এই ডাক দিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। তারঁ কটাক্ষ, ত্রিপুরায় এই প্রথম খুব কম আসনে জয়লাভ করে কোন দল শাসকের মসনদে বসেছে। এর জন্য তিনি এদিন তিপ্রা মথাকেও এক হাত নিয়েছেন।

তারঁ কটাক্ষ, তেইশের নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হতে চলেছিল বিজেপি সরকার। মাত্র ৩৩টি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে শাসক দল। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এই প্রথম এত কম আসনে জয়লাভ করে সরকারের গদিতে বসেছে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপিকে কোনঠাসা করে একত্রে লড়াই করাই ছিল সিপিএমের লক্ষ্য। কংগ্রেসের সাথে আসন রফার প্রশ্নে এভাবেই সাফাই দিলেন তিনি।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তেইশের নির্বাচনে সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে জনগন সিপিএমকে ভোট দিয়েছিলেন। তাঁরাই নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন।

তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে শ্রমিকদের শ্রম চুরি করছে বিজেপি পরিচালিত সরকার। নিত্যদিন জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বেকারত্বের সমস্যা মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। ফলে, মানুষকে চুক্তিবদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করেছে বিজেপি সরকার। তিনি সুর চড়িয়ে দাবি করেন, ত্রিপুরা ২০১৮ সালের পর থেকে লুণ্ঠনের রাজ্যে পরিনত হয়েছে।

তাঁর আরও অভিযোগ, ২ মার্চের পর থেকে এখনো ত্রিপুরায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস জারি রয়েছে। বিরোধী কর্মীর রাবার বাগান সহ ঘর বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা, বহু মানুষের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা, কর্মসংস্থানে বাধা দেওয়া, দোকান পাট বন্ধ করা, লুটপাট সহ প্রতিনিয়ত চলছে সন্ত্রাস সংঘটিত হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, আরএসএসের নেতৃত্বে পরিচালিত বিজেপি সরকার ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ত্রিপুরাবাসীর উপর ক্রমাগত নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী বেশিরভাগ নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

তাঁর দাবি, হতাশার কারণে বিজেপি এই সমস্ত কাজ করছে। কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে জনজাতি ছাড়াও সাধারণ আসন মিলিয়ে তিপ্রা মথা মোট ৪২ টি আসনে বিধানসভা নির্বাচনে প্রাথী দিয়েছে। তাতে, বামেদের বিকল্প সরকার গঠনের পথে বাধা তৈরি হয়েছে। তাই মানিক সরকার ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে জনগনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছেন।

রদবদল

● প্রথম পাতার পর

থেকে সরিয়ে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ইএস এন্ড এমপি এর অতিরিক্ত অধিকর্তার দায়িত্বও পালন করবেন। শুভাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারীকদের পদ থেকে সরিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার দায়িত্ব পেয়েছেন। পাশাপাশি সর্বশিক্ষা অভিযানে এডিশন্যাল এস পি ডি -র দায়িত্ব পেয়েছেন। কারা দপ্তরের ইনস্পেক্টর জেনারেল এবং ইএস এন্ড এমপি এর অধিকর্তা অদিতি মজুমদারকে ইএস এন্ড এমপি এর অধিকর্তার দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। এসসি ওয়েলফেয়ার এর অধিকর্তা অসীম সাহাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইএস এন্ড এমপি এর অধিকর্তা পদের।

সুমিতা চক্রবর্তীকে জে আর বি টি থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপসচিব করা হয়েছে। দেবমিতা কিলিকদারকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপসচিব পদ থেকে জে আর বি টি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরা পুলিশে চারজন ইনস্পেক্টর , একজন এসআই , ছয়জন এএসআই সহ ৩৫ জনকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করা হয়েছে। পুলিশের এআইজি শাশ্বত কুমার স্বাক্ষরিত বদলির তালিকায় হাবিলদার, কনস্টেবলরাও আছেন। আজ পুলিশ সদর দফতর সূত্রে এই খবর জানা গেছে।

মৌ স্বাক্ষরিত

● প্রথম পাতার পর

আজ মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। বিশেষ করে, স্পেশাল ইকোনমিক জোন বিনিয়োগকারীদের দারুণভাবে আকর্ষিত করেছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা বলেন, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি ত্রিপুরা সরকারের সাথে ৮ জন শিল্পপতি ৩১২.৩৮ কোটি টাকা বিনিয়োগে মৌ স্বাক্ষর করেছেন। তাতে, ধলাই জেলায় পিপিপি মডেলে মেডিকেল কলেজ স্থাপনেও মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় দুইটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। এখন পিপিপি মডেলে আরও একটি মেডিকেল কলেজ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করবে।

ত্রিপুরার বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে আলোকপাত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পের প্রসারে যোগাযোগ প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরায় ৭টি জাতীয় সড়ক এবং শক্তিশালি রেল নেটওয়ার্কে প্রায় ১১-১২টি এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করছে। শুধু তাই নয়, আকাশ পথের সাথে জল পথেও যোগাযোগের বিস্তার ঘটছে।

তাঁর কথায়, আমাদের প্রচেষ্টা ত্রিপুরার অবকাঠামোর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করেছে। বিশেষত বাঁশ, বর্জ্য, কাঠকয়লা, রাবার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কোল্ড চেইন, স্বাস্থ্যসেবা, আতিথেয়তা এবং পর্যটন খাতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তিনি আজ সমস্ত বিনিয়োগকারীদের সকল প্রকারের সহায়তার আশ্বাস দিয়ে ত্রিপুরায় বিনিয়োগের আবেদন জানিয়েছেন।

বিমানবন্দর

● প্রথম পাতার পর

সিন্ধিয়া চিঠিতে বলেছেন, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে আগরতলা থেকে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তখন আগরতলায় এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

তিনি আর জানিয়েছেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিন্ধিয়ার নিকট এমবিবি বিমানবন্দরে কার্গো পরিষেবা চালু করারও আবেদন জানিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে আগরতলা বিমানবন্দরে কার্গো পরিষেবা চালু করা হয়েছে।তাঁর দাবি, আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘোষণা করার পর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের মূর্তি ব্রোঞ্জ দিয়ে নির্মাণ করা হবে। তাতে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পর্ষদের

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যালয়ে চলবে উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্রের মূল্যায়নের কাজ। মহারানী তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তরপত্র মূল্যায়নের কেন্দ্রটি পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডক্টর ভবতোষ সাহা। এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিয়মাবলী সম্পর্কে মূল্যায়নের কাজে নিযুক্ত সকলদেরকে বিস্তারিত জানান তিনি। ১০ জনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

আসে।

এদিকে দুটি নাবালিকা ধর্মনগর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে এবং তাকে কোচিং থেকে সরানোর আবেদন জানায়। তা না হলে সমাজের আরো অনেক নাবালিকা তার লালসার শিকার হবে বলে অভিমত প্রকাশ করে। যদিও এই কোচের স্ত্রী সন্তান সবই রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছি ছি রব উঠেছে এলাকা জুড়ে। ধর্মনগরের মহিলা থানায় ১১/২৩ নম্বরে একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ (বি)এবং ৩২৩ সঙ্গে পক্সো এক্টে মামলাটি নথিভুক্ত হয়েছে।

পরিষদের

● প্রথম পাতার পর

পরিষদের ত্রিপুরা উপপ্রান্তের সম্পাদক শংকর রায় এবং ত্রিপুরা উপপ্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী মহেন্দ্র পাল সিং, ত্রিপুরা উপ-প্রান্ত প্রচার প্রসার প্রমুখ তুষার ভৌমিক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সম্পাদক মনোজ কুমার দেবনাথ, বজরং দলের সহ-সংযোজক সুমন ধানুক, মাতৃশক্তির মুনমুন দাস প্রমুখ।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

সরব হল আরালিয়া লোকনাথ মুসলিম পাড়ার মহিলারা। সোমবার এলাকার মহিলারা অভিযুক্তর শাস্তির দাবিতে পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করে। এলাকার মহিলাদের দাবি তনুজা বেগম খুনে অভিযুক্ত কায়েম মিয়াকে ফাঁসি দিতে হবে।

ক্রেতাদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। ক্রেতাদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। একই সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে চলছে অভিযান। জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্রেতাদেরকে সচেতন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে।আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত ৩৯ নং ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলে সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ক্রেতাদের সচেতন করার লক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অরূপ দেব, এলাকার কর্পোরেটর অলক রায় সহ অন্যান্যরা। সদর মহকুমা শাসক অরূপ দেব জানান রাজ্য সরকার চাইছে জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্রেতাদের সচেতন করতে। তারই অঙ্গ হিসাবে এইদিন আগরতলা পুর নিগম এলাকায় প্রথম বারের মতো ক্রেতাদের সচেতন করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে এই ধরনের সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা করা হবে বলে জানান তিনি।

রাজ্য সফরে এলেন বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। রাজ্য সফরে এলেন বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক ডক্টর সুফি এম.কে চিস্তি। রাজ্য সফরে এসে সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সময়ে দেশের সকল অংশের মানুষের উন্নয়ন হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার প্রয়াসের ফলে রাজ্যেরও সকল অংশের মানুষের উন্নয়ন হচ্ছে। রাজ্যের পূর্বতন সরকারের সময়ে সংখ্যা লঘুদের জন্য ৩৫ লক্ষ্য টাকার বাজেট করা হত। বর্তমানে সংখ্যা লঘুদের জন্য ৬০ লক্ষ টাকার অধিক বাজেট হয়। সংখ্যা লঘুদের রোজগারের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ আলম সহ অন্যান্যরা।

এপ্রিলে জিএসটি-তে রেকর্ড আয় কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১ মে (হি.স.) : পণ্য ও পরিষেবা কর, জিএসটি -তে রেকর্ড আয় কেন্দ্রের। চলতি বছরের এপ্রিলে গত বছরের তুলনায় জিএসটি -তে ১২ শতাংশ বেশি আয় করল কেন্দ্র। এবছরের এপ্রিলে কেন্দ্রের মোট জিএসটি আয় হয়েছে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৫ কোটি টাকা। যা এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। সোমবার, ১ মে অর্থমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়ে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের জিএসটি আয়ের এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের এপ্রিলে মোট জিএসটি আয় হয়েছে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৫ কোটি টাকা, এখনও পর্যন্ত সর্বকালীন রেকর্ড। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের এপ্রিলে মোট জিএসটি আয় হয়েছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা। সুতরাং গত বছরের তুলনায় এবছর জিএসটি আয় ১৯ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা অর্থাৎ ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছরের মোট জিএসটি আয় ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৫ কোটি টাকার মধ্যে সিজিএসটি রয়েছে ৩৮ হাজার ৪৪০ কোটি, এসজিএসটি রয়েছে ৪৭ হাজার ৪১২ কোটি, আইজিএসটি রয়েছে ৮৯ হাজার ১৫৮ কোটি (আমদানিকৃত পণ্যের থেকে প্রাপ্ত ৩৪ হাজার ৯৭২ কোটি) এবং সেস ১২ হাজার ২৫ কোটি (আমদানিকৃত পণ্য থেকে প্রাপ্ত ৯০১ কোটি) টাকা।

অর্থমন্ত্রক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, চলতি বছরের মার্চে মোট ৯ কোটি ই-বিল পাশ হয়েছে। যেখানে একমাস আগে, ফেব্রুয়ারিতে ৮.১ কোটি ই-বিল পাশ হয়েছিল। অর্থাৎ অনলাইন মোডে ই-বিল দেওয়ার হার ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার চলতি বছরের এপ্রিলে দৈনিক সর্বাধিক কর সংগ্রহ হয়েছে ২০ তারিখ। সেদিন মোট ৯.৮ লক্ষ লেনদেনের মাধ্যমে ৬৮ হাজার ২২৮ কোটি টাকা কর সংগ্রহ হয়েছে। গত বছরও ২০ এপ্রিল সর্বাধিক কর সংগ্রহ হয়েছিল। তবে তার পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে কম। ৯.৬ লক্ষ লেনদেনের মাধ্যমে কর সংগ্রহ হয়েছিল ৫৭ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা।

রক্তদানে এগিয়ে এলেন ফুটপাতের হকার ও নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। রক্তদানে এগিয়ে এলেন ফুটপাতের হকার ও নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা। বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সোমবার ত্রিপুরা ফুটপাত হকার সংগ্রাম সমিতি ও অল ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক সমিতি রক্তদান শিবির করে।

দুই সংগঠনের তরফে রাজধানীর আই জি এম হাসপাতালে হয় শিবিরটি। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মেয়র দীপক মজুমদার, শ্রমিক নেতা বিপ্লব কর সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। শিবিরে পুরুষ- মহিলারা বেশ উৎসাহ নিয়ে রক্তদান করেন। শিবিরে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন, যারা সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তারাও সমাজ সেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। এটা গর্বের বিষয়।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর ৯ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে নানান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর ৯ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ১৫ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী নানান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। বৈঠক শেষে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে সাংসদরা বিভিন্ন জায়গায় প্রবাস করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত প্রকল্প গুলির বিষয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরবেন।

উদ্বোধন হল নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক বিভাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক বিভাগের শুভ উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এই প্রাক প্রাথমিক উদ্বোধন এর জন্যে অপেক্ষায় ছিলেন এলাকাবাসী, ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী। অনেকদিন ধরেই এলাকাবাসির দাবি ছিলো প্রাক প্রাথমিক বিভাগ শুরু করার। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা এনসি শর্মা, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মোহনপুর মহকুমা শাসক মেঘা জৈন, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অধিকর্তা রুপন রায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তা অফিসের বিশেষ অধিকর্তা অভিজিৎ সমাজপতি। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভবন্স ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের প্রধানশিক্ষিকা সপ্না সোম। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধাণশিক্ষিকা সুচিত্রা সরকার। বিদ্যালয়ের কচিকাচা

নতুন সদস্যদের বরণ করে নাওয়া হয়েছে আনন্দ,উদ্দীপনা ও জাকজমক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

যারা ইতিহাস ভুলে যায় তারা ইতিহাস তৈরি করতে পারে না ঃ মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। যারা ইতিহাস ভুলে যায় তারা ইতিহাস তৈরি করতে পারে না। ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপনের সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ও আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে একথা বললেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।যারা ইতিহাস ভুলে যায় তারা ইতিহাস তৈরি করতে পারে না। তাই সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের কৃতিত্ব ভুলে গেলে চলবে না। বেঁচে আছে তাঁর দিশা। এবং বেঁচে আছে তাঁর দেওয়া ভারতবর্ষের সংবিধান। এগুলি পাথেয় করে আগামী দিনে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। তার এই সংবিধানের উপর ভিত্তি করে ভারত বর্ষ পরিচালিত হচ্ছে এবং বিশ্বের দরবারে অনেক সম্মানের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই দেশে যারা মহান ব্যক্তিদের কৃতিত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের জানা অত্যন্ত জরুরী। ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপনের সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ও আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে একথা বললেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রেখে আরও বলেন দীর্ঘদিন যারা দেশের বাইরে থেকে এসে দেশবাসীকে শাসন করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং তাদের নীতি একটাই ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল। আর সেই নীতি এখনো অনুসরণ করে আছে দেশে কিছু রাজনৈতিক দল। এবং এটা দেশের জন্য দুর্ভাগ্য, দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৫ বছর পরেও কিছু রাজনৈতিক দল দেশবাসীকে জাতপাত নিয়ে বিভক্ত করে রাজত্ব করতে চায়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তার তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকেরা।

পথ নিরাপত্তা নিয়ে ধর্মনগরে সচেতনতামূলক র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সোমবার ধর্মনগরে শ্রীভূমি বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে এবং ধর্মনগর ট্রাফিক ইউনিটের সহযোগিতায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। ধর্মনগর বড়দিঘির পাড় এলাকায় বেলা ১১ টা নাগাদ শ্রীভূমি বিদ্যালয় এন এস এস ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মনগর ট্রাফিক ইউনিট এবং বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিচক্র যান যারা চালান তাদের অনেক সময় হেলমেট থাকে না বা দুজন চললে অপরজনের হেলমেট থাকে না। এই সকল বিষয় নিয়েই জনগণকে সচেতন করতে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী উপস্থিতিতে এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। যে সকল জনগণ বাইক নিয়ে ঘোরাফেরা করেন তাদেরকে সচেতন করা হয় আজ এন এস এস ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এবং সবার হাতে চকলেট তুলে দেওয়া হয়। আগামী দিনে এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে বলে জানানো হয়।

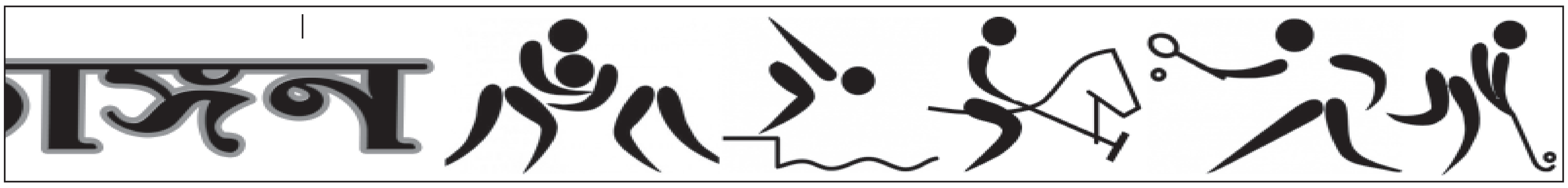

সভাপতির বক্তব্যে টিসিএ-তে গোষ্ঠী কোন্দল চরম পর্যায়ে, অনৈতিক সিদ্ধান্তের অভিযোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন এবং দুর্নীতি সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করে মর্জি মাফিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান কমিটির সম্পাদক ও সহ-সভাপতিরা। এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি সহ ক্রিকেট অনুরাগীরা সরব হলেও তা এড়িয়ে গিয়ে চলছে নিয়ম ভাঙ্গার খেলা। এবার সেই নিয়ম ভাঙ্গার খেলায় যুক্ত হল নতুন ঘটনা। প্রকাশ্যে এল সংবিধান লঙ্ঘনের ঘটনা।সংবিধান অনুযায়ী সভাপতি যখন টিসিএ-র সর্বেসর্বা, তখন সভাপতিকে ব্রাত্য রেখে এপেক্স কাউন্সিলের মিটিং ডাকলো কোনউদ্দেশ্যে? মঙ্গলবার পোষ্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত টি সি এ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। কিন্তু কিসের স্বার্থে গোপনীয়তা এবং নিয়ম ভঙ্গ করে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে আচমকা বৈঠকে বসলেন সম্পাদক, সহসভাপতিরা। এই গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন এখন সর্বত্র। দুর্নীতির পরাকাষ্ঠায় পরিণত হওয়া টি সি এ-র বর্তমান কমিটির এই ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরনে ক্ষুব্ধ অনেকেই। এদিনের সভাপতিকে বাদ দিয়ে বৈঠক প্রসঙ্গে খোদ সভাপতি তপন লোধ জানান গত ২৯ এপ্রিল বৈঠক আহ্বান করে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়। সেই চিঠি ৩০ এপ্রিল রাতে পান তিনি। ২৯ এপ্রিল অফিস করার পর ৩০ এপ্রিল রাতে চিঠি পান। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কমিটির সদস্যদের অবগত করেন অ্যাপেক্স কাউন্সিল, জেনারেল বডির বৈঠক ডাকতে গেলে সংবিধানের ৭-৩ডি-তে বিধি রয়েছে সভাপতির অনুমোদন নিয়ে ডাকতে হয়। আলোচনায় কি বিষয়ে থাকবে তা নির্ধারণ করবে সভাপতি। এতেই শেষ নয় সুপ্রীম কোর্টের রায়ে উল্লেখ রয়েছে অ্যাপেক্স কাউন্সিল সরাসরি কোনও কাজ করতে পারবে না। প্রোফেশনাল ম্যানেজারের মত কাজ করবে। কেবল নীতি নির্ধারণ করতে পারবে। একে মান্যতা দেওয়া হয় নি। ক্ষোভ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বৈঠক বাতিল করার জন্য বলেন সভাপতি। এই বৈঠক অবৈধ বলে জানান সভাপতি তপন লোধ। জেনারেল বডি এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলে জানান তিনি। টিসিএ-তে সঠিক ভাবে কাজ করতে পারছেন না বলে জানান সভাপতি তপন লোধ। টি সি এ-র সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সংবিধান মেনে অফিস পরিচালনা করছেন না বলে অভিযোগ তোলেন। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের তিনটি বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলির অনুমোদন সভাপতির কাছ থেকে নেওয়া হয়নি বলে জানান তপন লোধ। তবে এদিন সভাপতির বক্তব্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে গোষ্ঠী কোন্দল স্পষ্ট হয়ে গেল। নিয়ম বহির্ভূত ভাবে টি সি এ-র সভাপতিকে ব্রাত্য রেখে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসার খবর পেয়ে এদিন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় আগরতলা শহরের বিভিন্ন ক্রিকেট ক্লাব গুলোর প্রতিনিধিরা। তারা ঘেরাও করে কার্যালয়।

একই সঙ্গে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ক্রিকেট ক্লাব গুলোর প্রতিনিধিরা বিস্ফোরক দাবী করেন অর্থ, পেশীশক্তি ও দুষ্ট মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে টি সি এ-র বর্তমান ক্ষমতা দখল করে কতিপয় অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য। সাড়ে ৬ কোটি টাকার ফ্লাড লাইট লাগানো হয়েছে ১৬ কোটি টাকার বিনিময়ে। টি সি এ-র সুনামকে তারা ধুলিস্যাৎ করেছে। সভাপতিকে মান্যতা দিতে রাজী নয় তারা। কলঙ্কিত করা হয়েছে টি সি এ-কে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানান তারা। জেনারেল বডির সদস্যরা মিলে আগামী দিনে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পথে এগুবে বলে জানান ক্লাব গুলির প্রতিনিধিরা। অসৌজন্য এবং দুর্নীতির শিরোনামে উঠে এসেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের এপেক্স কাউন্সিল। এই ক্ষেত্রে বর্তমান অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যদের সভাপতিকে ব্রাত্য রেখে অবৈধ ভাবে বৈঠক আহ্বান নিয়ে ক্রিকেট মহলেও জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে বলে তাদের অভিমত।

সন্দীপের ৬ উইকেট, আলবাহারের দুরন্ত ব্যাটিং : জয় দিয়ে লীগ শুরু পোলস্টারের

পোলস্টার:- ২০৬/৮(৫০)
মৌচাক:- ৮৩/১০(২৭.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে পোলস্টার ক্লাবও। হারিয়েছে মৌচাক ক্লাবকে ১২৩ রানের ব্যবধানে। টিসিএ আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের খেলা। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল ৮ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে পোলস্টার নির্ধারিত ৫০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২০৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে উইকেট রক্ষক মোঃ আলবাহারের অপরাজিত ৮১ রান এবং ঋতুরাজ ঘোষ রায়-এর ৩৫ রান ও শিভম পান্ডের ২৪ রান উল্লেখ করার মতো। আলবাহার ৮৪ বল খেলে ছটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৮১ রান সংগ্রহ করে। মৌচাকের দীপ্তনু চক্রবর্তী ৩৫ রানে এবং শ্যামল বিশ্বাস ৩৮ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, অধিনায়ক দানবীর সিং ও সাত্ত্বিক দত্ত পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৌচাকের ব্যাটার্সরা যথেষ্ট ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। পোলস্টারের সন্দীপ সরকারের বোলিং দাপটে মৌচাকের ব্যাটসম্যানরা উইকেটে দাঁড়াতেই পারেনি। সন্দীপ একাই ছয়টি উইকেট তুলে নেয় ২৩ রানের বিনিময়ে।

স্কুল দাবায় আয়ুষ, সমৃদ্ধি, দিগন্ত পৌশালী সেরা : ভুয়ো দাবাড়ুর অভিযোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজ্য সেরা হলো আয়ুষ সাহা, সমৃদ্ধি ঘোষ, দিগন্ত রায় এবং পৌশালি পাল। মহকুমার কবি নজরুল বিদ্যামন্দিরে তিনদিনব্যাপী আসর শেষ হয় সোমবার। আসর শেষ হলেও এবারের রাজ্য আসর নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছিলো বিভিন্ন জেলার দাবাড়ু সহ অভিভাবকদের মধ্যে। প্রশ্ন উঠেছে রাজ্য স্কুল দাবায় বেআইনি দাবাড়ু-র অংশগ্রহণ নিয়ে। পশ্চিম জেলা আসরে খেলেনি এমন দাবাড়ু এবার অংশ নিয়েছে তেলিয়ামুড়ায় রাজ্য স্কুল দাবায়। নিয়মানুযায়ি জেলার নির্বাচিত কোনও দাবাড়ু অংশ না নিলে তাদের পরের স্থানে থাকা দাবাড়ুদের ডাকা হবে খেলার জন্য। কিন্তু পশ্চিম জেলার কর্তারা তা না করে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য বাকা পথে জেলা আসরে অংশ না নেওয়া দুই দাবাড়ুকে খেলিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, প্রতিভাবান দাবাড়ু শাক্য সিংহ মোদক এবছর পশ্চিম জেলা স্কুল দাবার নির্বাচনী শিবিরে অংশ নেয়নি। ফলে নির্বাচিতও হয়নি। পশ্চিম জেলা থেকে যে তালিকা ঘোষনা করা হয়েছিলো তাতে নাম ছিলো না ওই দাবাড়ুটির। অথচ রাজ্য দাবায় অংশ নিয়েছে ওই দাবাড়ুটি। এবং ৬ রাউন্ড শেষে সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে অনূর্ধ-১৪ বিভাগে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কীভাবে রাজ্য আসরে খেললো শাক্য? এনিয়ে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় স্পষ্টভাবেই বলেন, নিয়মানুয়ায়ি খেলতে পারে না ওই দাবাড়ুটি। তাহলে প্রশ্ন আসরে অংশ নেওয়ার সম্মতি দিলো কে ওই দাবাড়ুটিকে? শুধু শাক্য নয়, পশ্চিম জেলা আসরে অনূর্ধ-১৭ বিভাগে কোনও বালিকা দাবাড়ু অংশ নেয়নি।

অথচ রাজ্য আসরে পশ্চিম জেলার হয়ে খেলে আসলো কাকলি দাস। প্রশ্ন কীভাবে?

কে সেই কাকলি? এনিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন অভিভাবকরা। অনেকেই মনে করছেন বাকা পথে শাক্য এবং কাকলি-কে খেলার সুযোগ করে দিয়ে আগামীদিনে নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছেন পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের কর্তারা। আগামীদিনে অন্য জেলাগুলোও সেই পথই অবলম্বন করবে বলে অভিভাবকরাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন।

আসরে অনূর্ধ-১৪ বালক বিভাগে আয়ুষ সাহা, শাক্য সিং মোদক, দেবজিৎ দে, অনিষ মজুমদার, দেবময় বর্মন, বালিকা বিভাগে সমৃদ্ধি ঘোষ,শ্রেয়সী সাহা,রাধিকা মজুমজার, বৈশালী দেবনাথ, একান্তিকা সরকার, অনূর্ধ-১৭ বালক বিভাগে দিগন্ত রায়, অভিজ্ঞান ঘোষ, বীপ্রায়ন চৌধুরি, অগ্রজিৎ পাল, প্রান্তিক দেবনাথ, বালিকা বিভাগে পৌশালি পাল, মুন চক্রবর্তী, রিশা দাস, মেঘা রায় এবং প্রাচী সাহা যথাক্রমে প্রথম ৫ টি স্থান দখল করে।

আসর পরিচালনা করেন জাতীয় আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

ল্যান্স ক্লুজনার আসছেন আগরতলায় প্রভূত উন্নতির লক্ষ্যে টিসিএ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। এপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জনই উপস্থিত। একজন অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে পারিবারিক অসুবিধার কথা জানালেও অপরজন অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে কিছুই জানাননি। এপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক এবং সাংবাদিক সম্মেলনেও অনুপস্থিত থাকার প্রেক্ষাপটে যিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। ২০২২ সালের ২১ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে ও পরে একাধিক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে দেখা গেলেও ইদানিন্তন উনার অনুপস্থিতি ক্রিকেট মহলে বহুচর্চিত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সচিবকে প্রশ্ন করা হলে এক বাক্যে তিনি ব্যক্ত করেন যে বর্তমানে টিসিএ-তে প্রভূত উন্নয়নমূলক যে সমস্ত কর্মকান্ড চলছে সামগ্রিকভাবেই তা সাংবিধানিক নিয়ম মেনে চলছে। প্রেসিডেন্টকে অবগত করানোর ক্ষেত্রে কোনও রকম ত্রুটি রাখা হয় না। জরুরী কোন বিষয়ে সচিব বাধ্য হয়ে সংবিধানিক রীতি অনুযায়ী সহ-সভাপতি সকাশে যোগাযোগ স্থাপন করে বৈঠকের দিনক্ষণ স্থির করে থাকেন। সভাপতির ব্যক্তিগত কোনও অসুবিধা রয়েছে মনে করে টিসিএ-র বর্তমান এপেক্স কমিটি যথারীতি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সভাপাতির প্রতি কমিটির অন্যান্যরা যেমন অবশিষ্ট ১৫ জনের কারো কোনও রকম অনাস্থাও নেই বলে সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ১০ জন সদস্যের প্রত্যেকে ব্যক্ত করেন। আসন্ন সময়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সামগ্রিক রূপরেখা প্রভূত উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার এবং কোচ ল্যান্স ক্লুজনার ত্রিপুরা ক্রিকেটের সমস্ত ক্যাটাগরির দেখভালের দায়িত্বে আসছেন বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সিনিয়র পুরুষ দলের জন্য হেড কোচ হিসেবে বিনীত সাক্সেনা, বোলিং কোচ হিসেবে বিনীত জৈন, অনূর্ধ ২৩ পুরুষ দলের জন্য হেড কোচ রশমি রঞ্জন পরিদা, অনূর্ধ ১৯ পুরুষ দলের জন্য হেড কোচ গৌতম সোম, ব্যাটিং কোচ হিসাবে ভিনসেন্ট বিনয় কুমার, অনূর্ধ ১৬ পুরুষ দলের জন্য হেড কোচ রাজর্ষী চৌধুরী, বোলিং কোচ হিসেবে পল্লব দাশগুপ্ত, মহিলা দলের জন্য কোচ সন্দীপ দাহাদ ও শ্রাবনী দেবনাথের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

এশিয়ান মাস্টার্স পাওয়ারলিফটিং-এ ত্রিপুরার অমল ঘোষের ৪ পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। দ্বিতীয় দিনেই চমক দিলেন ত্রিপুরার পাওয়ার লিফটার অমল কুমার ঘোষ। কেরলের আলাপোজ্জাতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতার মাস্টার্স বিভাগে। আসরের দ্বিতীয় দিনে ১ টি স্বর্ণ সহ ৪ টি পদক জয় করে দেশের পাশাপাশি রাজ্যোর নামও উজ্জ্বল করলেন অমল কুমার ঘোষ। মাস্টার্স -থ্রি বিভাগের ৬৬ কেজিতে বেঞ্চ প্রেসে স্বর্ণ পদক জয় করেন অমল। এছাড়া, বেক স্কোয়াড, ডেড লিভ এবং ওভার এল বিভাগে রৌপ্য পদক জয় করেন রাজ্যের গর্ব ওই মাস্টার্স পাওয়ার লিফটারটি। অমল কুমার ঘোষের দুরন্ত সাফল্য খুশি রাজ্যের পাওয়ার লিফটাররাও। রাজ্য সংস্থার সচিব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ অভিনন্দন জানিয়েছেন অমল কুমার ঘোষকে। প্রসঙ্গত: ত্রিপুরার অপর খেলোয়াড় হিসাবে দেশের জার্সি গায়ে ওই আসরে নামবেন অমরদ্বীপ দেববর্মা। ১২০ কে জি বিভাগে। রাজ্য দল তথা ভারতীয় দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে ত্রিপুরার শান্তনু সূত্রধর এবং ম্যানেজার প্রিয়তোষ দাসও রয়েছেন কেরালায়। স্পন্সরের ভূমিকায় এগিয়ে আসা দুবাইবাসী বাংলাদেশের নাগরিক মোঃ তারিক উজ্জামানও দারুণ খুশি অমল কুমার ঘোষের সাফল্যের খবর পেয়ে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION.

The undersigned invites Short Quotation from the local vehicle owners in prescribed Format (sealed with cover) for hiring of I(one) SCORPIO (M&M) vehicle for the use of the O/o Hon'ble Minister, Department of Co-operation, Govt.of Tripura.
Detail information may be available in the Notice Board of the office of the undersigned. The sealed quotation should be submitted in the Tender Box available in the O/o the undersigned between 11 AM to 3.00 PM during working days. Last date of the submission of the quotation is on 10 May,2023.

(S.Mog)
Registrar of Co-operative Societies,
Govt.of Tripura.

ICA/C-334/23

Notice Inviting Tender

Notice Inviting Tender in plain paper is hereby invited for "RATE FOR HIRING OF M & M SCORPIO (DIESEL) VEHICLE INCLUDING DRIVER, FUEL, LUBRICANT AND RELATED EXPENDITURE FOR USE IN THE PRINCIPAL, AGARTALA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AGARTALA" subject to certain terms & conditions vide file No.F.6(1-61)-AGMC/P&P/College/ Hiring Vehicle/2022.
Last date of submission of offer to the Principal, Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala on or before 4:00 pm of 2 Fi OST 202f by Speed post/courier/ registered post only.
The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from www.agme.nic.in , A.G.M.C. Agartala. prior to the last date of submission of the NIT.

Medical saporin thent & Head of Department
A.G.M.C, & G.B.P. Hospital, Agartala.

ICA/C-325/23

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE HON'BLE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES FRESH SEALED COVERED TENDER FROM THE BONAFIDE REGISTERED FIRMS / SUPPLIERS FOR SUPPLY OF SPARE PARTS/BATTERY RE-CONDITION/ JOB WORKS/ TYRE RE-TRADING ETC OF SOUTH TRIPURA DISTRICT DURING THE YEAR 2023-2024. THE DATE OF RECEIPT OF TENDERS IS ON ANY WORKING DAY IN BETWEEN 10:30 AM TO 16:30 PM UP TO AS 25/05/ 2023. LIST OF M.T ITEMS ALONG WITH THE TERMS AND CONDITION MAY BE COLLECTED ON ANY WORKING DAY FROM THE M.T SECTION BELONIA (NEAR OLD NAGAR PANCHYAT OFFICE/NEAR BELONIA GOVT. ENGLISH MEDIUM SCHOOL/POLICE LINE/SP SOUTH OFFICE, SOUTH TRIPURA DISTRICT, BELONIA) IN BETWEEN 10:30 AM TO 16:30 PM. UP TO 25 105° / 2023. TENDER WILL BE OPENED (IN PRESENCE OF BIDDER OR REPRESENTATIVES IF PRESENT) ON 2-61.05 72023 AT 11:00 HRS.
DETAILED TENDER NOTICE MAY ALSO BE SEEN AT FOLLOWING WEB SITES:-
www. tripura police.nic.in.
south.tripurapolice.gov.in

(DR. KULWANT SINGH, IPS)
SUPERINTENDENT OF POLICE
SOUTH TRIPURA DISTRICT

ICA/C-319/23

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No:- 06/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 28/04/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on Behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & 'Service, Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service ceritre/SérVice. Provider in Tripura for the following work:-
Name of Work: Providing, Installation and cominissioning of 1.5/2.0 TR capacity Split type Air Conditioning Machines for the different V.V.I.P & V.I.P offices & residential quarters as and when required basis for the year 2023-24,
1. DNIeT No: 03 /EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2023-24.
2. ESTIMATED COST :- Rs 14,10,046.00/-
3. EARNEST MONEY :- Rs 28,201.00
4. TIME OF COMPLETION:- 365 (Three Sixty Five) days.
5. Bid Fee : Rs 1,000/- .
6. Last date & time for online Bidding: 15/05/2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurernent portal https://tripuratenders.gov.in

ICA?C-313/23

Executive Engineer
Mechanical Division,PWD
Agartala

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING & BID SUBMISSION	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 1 no. Additional Classroom in 1 no. Elementary level School under Chawmanu block of Dhalai District under Samagra Shiksha. DRAFT NIT NO: 01/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24	Rs. 14,26,425.00	Rs. 28,528.00	6(Six) months	Up to 3PM 22/05/2023	At 23/05/2023 hrs. on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 1 no. Additional Classroom in 1 no. Elementary level School under Chawmanu block of Dhalai District under Samagra Shiksha. DRAFT NIT NO: 02/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24	Rs. 14,26,425.00	Rs. 28,528.00	6(Six) months	Up to 3PM 22/05/2023	At 23/05/2023 hrs. on 11am.		
3	Construction of 1 no. Additional Classroom in 1 no. Elementary level School under Salema block of Dhalai District under Samagra Shiksha. DRAFT NIT NO: 03/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24	Rs. 14,26,425.00	Rs. 28,528.00	6(Six) months	Up to 3PM 22/05/2023	At 23/05/2023 hrs. on 11am.		
4	Construction of IDCL Toilet blocks in 4 nos. JB/SB/High/HS Schools under Rupaichari block of South Tripura District/2nd Call. DRAFT NIT NO: 05/EE/ENGG.CELL/Samagra/2022-23	Rs. 11,28,000.00	[illegible]	3(Three) months	Up to 3PM 13/05/2023	At 14/05/2023 hrs. on 11am.		
5	Construction of IDCL Toilet blocks in 4 nos. JB/SB/High/HS Schools under Rupaichari block of South Tripura District/2nd Call. DRAFT NIT NO: 07/EE/ENGG.CELL/Samagra/2022-23	Rs. 11,28,000.00	[illegible]	3(Three) months	Up to 3PM 13/05/2023	At 14/05/2023 hrs. on 11am.		

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er.S.DebBarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA/C-329/23

NOTICE INVITING QUOTATION NO. NO-F.4 (3BDOICRLIDWSCI2023.24

On behalf of the Govemor of Tripura the Block Development Officer, Charilam Sepahaijala Tripura publishes hereby a notice inviting quotation for supply Tri-Cycle fitted with plastic Container (with covers and Handle) for each Unit under Charilam Rd. Block, Bishramganj, Sepahijala Tripura District, the details of which are mentioned below :-
Details of NIQ. NO, Items. Earnest money Cost of Quotation bidders form::

Sl No.	Name of Items & NIQ No:-	ESTIMATED COST (RS.)	EARNEST MONEY (RS.)	COST OF FORM (RS.)	Quotation dropping period	TIME & DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF QUOTATION BIDDER
1	Supply of Tricycle fitted with 06 (Six) nos. plastic container(with cover and Handle)-Manual	Rs. As per requirement (Supply order will be placed)	Rs. @ 5% of supplied material cost (As per requirement) only for lowest bidder. Demand draft will be submit before materials supply in favour of BDO,Charilam.CharilamR D Block, payable at TGB, Charilam	Rs.50.00 (Non-refundable)	From 03/05/2023(11.00 AM.) to 4.00 PM of 15/05/2023	At 4.00 PM on 16/05/2023	The bidder/ supplier should have valid trade licence, experience certificate,GST etc.(mentioned in Annexure- B
2	Supply of Tricycle fitted with 06(Six) nos. plastic container (with cover and Handle)-Battery operated.						

The details may be collected from SBM (G) section, Charilam R.D.Block within the Stipulated time period.

(Rupon Das)
Block Development Officer
Charilam R.D. Block

ICA/C-346/23

Short Notice inviting Quotation

Sealed Quotation is hereby invited by the Officer In-Charge PRTI, Ambassa, Dhalai from reliable and experienced Agencies for maintaining Air Condition (AC Machine) in annual basis of PRTI office and Hostel. ,
The detailed information and terms & condition and specifications may be collected from the office on any working day between 11:00 am to 4:00 pm till 15th May 2023,

Officer in charge
PRTI, Ambassa, Dhalai
Officer- In- Charge
PRT, Ambassa,Dhalai

ICA/C-342/23

অপরিচিত মহিলার মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref :- GB TOP SDE No-34 dated , 24/04/2023

পাশের ছবিটি একজন মৃত অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ বয়স অনুমান ৫০ বছর, গায়ের রঙ - শ্যামলা, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, মুখমন্ডল গোলাকার চুল কাল। গত ২৪/৪/২৩ই তারিখ রাত অনুমান ২০.৪৫ মিনি সময়ে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় মৃত্যু হয়। উকত মহিলাকে গত ২৭/৩/২৩ইং তারিখ বেলা অনুমান ১২.৩৫ মিনিটে রাস্তায় আহত অবস্থায় পেয়ে চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে প্রেরণ করে।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মহিলার ব্যাপারেকাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১২৩২৫৭৮৪/১০০
৩) বোধজংনগর থানা - ০৩৮১২৩৯৬৭৮৭

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-146/23

NOTICE INVITING e-TENDER
F.No.3/5-3751)FWPM/SHFWS/Procurement/NVHCP/ 2019 Date- (8/4/2023

e-Tender is hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized supplier/dealer/distributor for "Procurement of Hepatitis B Vaccine 01ml (Adult Dose) for NVHCP Programme, UNDER STATE HEALTH & FAMILY WELFARE SOCIETY, TRIPURA
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http:// tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online up to: 06/26/2023 at 4.00 am/pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e- procurement portal, So, bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.

Subhasis Das, TCSm SSG
Addl Secretary &
Mission Director, NHM
Govt. of Tripura

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL OFFICE OF THE PRINCIPAL OFFICER (SW & SE)
KHUMULWNG WEST TRIPURA

NO.F.10 (3-5)-ADC/PO/SWE/SNP/TENDER/2022/ 276-83 /Dated 01-05-2023

NOTICE INVITING QUOTATION (2 Time Call)

A sealed quotation in prescribed format is hereby invited on behalf of the TTAADC Authority from the registered Co-Operative Societies/LAMPS/PACS/SHGs/Mahila Mandal whose establishment is under Chawmanu R.D Block only for supply of approximately 88188 Nos poultry Egg (Big Size) and Soyabean (Good quality)9080.402 kgs per month under Supplementary Nutrition Programme (SNP) to Chawmanu ICDS Project, Chawmanu Dhalal Tripura for the F/Y-2022-23. Subject to following terms & conditions. The rate should not be more then Govt ceiling rate as per norms (poultry egg @ Rs.6.25 per egg and soyabean @ Rs, 100.00 per kg).
The terms & conditions shall be available during the office hour between 11:00 AM to 04:00 PM.
The last date of receiving sealed quotation is 10 May 2023 upto 12:00 noon and through registered post addressed to the undersigned.
The Quotation shall be opened on 10 May 2023 at 01:00 PM or on the next working day if possible in presence of the quotationers/Tenderers in the chamber of the undersigned.

TTAADC/ICA&T/C-10/2023

Principal Officer (SW&SE)
TTAADC, Khumulwng

রোগীদের আর্থিক সহযোগিতা নেওয়ার জন্য চালু হলো অনলাইনে পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। রোগীদের আর্থিক সহযোগিতা নেওয়ার জন্য চালু হলো অনলাইনে পোর্টাল। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পর অনলাইনেই পেয়ে যাবে আর্থিক সহযোগিতা। পোর্টেলের উদ্বোধন করে জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বেনি ফিসারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি পোটালের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মহাকরণে বসে তিনি পোর্টালের উদ্বোধনের পর বলেন, দুর্নীতি বন্ধের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা চালু করতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার চালু করেছিলেন। রাজ্য সরকার সেই মার্গদর্শনে অনলাইন মুডে সরকারি লেনদেন সহ সমস্ত কিছু অনলাইনে চালু করার চেষ্টা করছে। এবং আর্থিকভাবে দুর্বল তপশিলি অন্তর্ভুক্ত রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এতদিন এই আর্থিক সহযোগিতা প্রশাসনিক কর্মীরা রোগীর হাতে তুলে দেওয়া হতো। এখন থেকে এই সহযোগিতা বেনিফিসারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পোটালের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে পারবে। এদিন বেনিফিসারি মেনেজমেন্ট সিস্টেম পোর্টালের উদ্বোধন করা হয়। আবেদন অনুযায়ী ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার দ্বারা ব্যাংক একাউন্টে আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে যাবে বেনিফিশিয়ারা। মন্ত্রী আরও জানান যদি কেউ হাসপাতালে চিকিৎসার পর সহযোগিতা চায় তা হল সে ব্যক্তি আর্থিক সহযোগিতা পাবে।

সোনামুড়ায় দুঃসাহাসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। প্রকাশ্য দিবালোকে এক গৃহস্থের ঘরের দরজা ভেঙ্গে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার থেকে শুরু করে প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা ও এটিএম কার্ড- চুরি করে নিয়ে গেল চোরের দল। চুরির ঘটনাটি ঘটে শহরের মূল কেন্দ্র মেলাঘর পূর্ব চন্ডিগড় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় মেলাঘর থেকে উদয়পুর যাওয়ার রাস্তায়। বাড়ির মালিকের নাম বিশু দেবনাথ। পরিবারের লোকজন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে মেলাঘর থানায় খবর পাঠায়। খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। গৃহিণী জানান সন্তানকে আনতে স্কুলে যান। ঘড়ে ফিরে দেখেন দরজার তালা ভাঙ্গা। আলমারি ভেঙ্গে সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা। স্বামী কাঁঠালিয়া বাগানে যায়। বাড়ির লোকের অবর্তমানে এই কান্ড ঘটায় চোরেরা। এই ঘটনায় জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

খোয়াইয়ে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। খোয়াই পুর পুরিষদের উদ্যোগে সোমবার থেকে পুরাতন টাউন হলে শুরু হয় চারদিন ব্যাপী আন্ত বিদ্যালয় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মহকুমা শাসক বিজয় সিনাহা, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা, পুর কাউন্সিলর। প্রতিযোগিতায় নয়টি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার বলেন নাটকের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ করা যায়। এক কথায় নাটকের মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করা যায়।

রাজ্যজুড়ে শ্রম দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক উপলক্ষ্যে প্রফেশনাল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের উদ্যোগে রাজধানীতে র‍্যালী সংগঠিত করা হয়। ১৩৭ তম মে দিবসে পি এস আর ইউ-র সদস্যরা র‍্যালীতে অংশ নেয়। র‍্যালী শেষে ইউনিয়নের অফিস কক্ষ্যে আগামী দিনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়। শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার দিনে দিনে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আইনী রক্ষা কবচ বলে কিছুই থাকছে না। অর্জিত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানান ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পার্থ সারথী সাহা। তিনি আরো জানান প্রতিদিন ওষুধের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিশু খাদ্যের দাম অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন সকলে। তাই ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করুক তার দাবী জানান তিনি।

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মতি দিবস উপলক্ষে সি পি আই এম রাজ্য দপ্তরে মে দিবস পালন করা হয়। এদিন সকালে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন সাংসদ মতিলাল সরকার। পরে প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে এই আন্দোলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮৯ সালে শ্রমিকদের এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক রূপ পায়। তারপর ১৮৯০ সাল থেকে সারা বিশ্বে মে দিবস পালন করা হয়। বিশ্বে বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতি চলছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা নিপীড়িত, বঞ্চিত এবং মানসিকভাবে তারা নির্যাতিত। ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছে। এবং ভারতেও কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের ১২ ঘন্টা কাজের সময়সীমা করার জন্য রাজ্য সরকার দ্বারা আইন প্রণয়ন করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে সারাদেশে। এমনটাই বলেন মানিক দে।

আন্তর্জাতিক মে দিবস উপলক্ষে সি আই টি ইউ রাজ্য দপ্তরে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে। পরে উপস্থিত সিআইটিইউ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে অধিক সময় শ্রমজীবী অংশের মানুষের কাজ করতে হচ্ছে। দেশে সাম্প্রদায়িক ও কর্পোরেটরদের আঁতাত গড়ে উঠেছে। দেশের ব্যাংক থেকে পুঁজিপতিরা লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করে নিচ্ছে। এর জন্য সহযোগিতা করছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। মানুষ যাতে এর প্রতিবাদ না করতে পারে তার জন্য সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে জট তৈরি করতে চেষ্টা করে সরকার। এর জন্য রাস্তায় নেমে বিজেপির অপকর্মের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে। এমনটাই বললেন জানান শংকর প্রসাদ দত্ত।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে সিপিআই রাজ্য দপ্তর জুনু দাস ভবনে দলীয় পতাকা উত্তোলনের করা হয়। এবং দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন করলেন রাজ্য সম্পাদক যুধিষ্ঠির দাস। তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই দিনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

নবোদয়ের জন্য জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। সোমবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে জমিদাতাদের সহসাই ক্ষতিগ্রস্থদের পূরণ প্রদানের আশ্বাস দেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। মন্ত্রীর এই আশ্বাস পেয়ে জমিদাতা ১৩ পরিবারের লোকজন সহ অভিভাবক মহলে খুশির হাওয়া। শিক্ষাকে ছাত্র-ছাত্রীদের আরো কাছাকাছি হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ২০১৭ সালে সিপাহীজলা জেলায় নবোদয় বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়। ২০১৭ সালে সিপাহীজলা জেলার গাবর্দিতে আসাম রাইফেলস এর একটি পরিত্যক্ত ক্যাম্পে এই বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ধীরে ধীরে সিপাহীজলা জেলার নবোদয় বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঠিকানা হয় টাকারজলাতে। মোট ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সুদৃশ্য বিদ্যালয় এবং হোস্টেল গড়ে তোলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে পাকা বাড়িটি তৈরি হলেও এই বিদ্যালয়ের জমি দান করেছিলেন টাকারজলা এলাকার মোট ১৩ জন বাসিন্দা। সরকার সেই সময় তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেবেন। কিন্তু এই .১৩ জন আজ পর্যন্ত তাদের ক্ষতিপূরণ পায়নি। সেই জন্য তারা বারবার রাজ্য সরকারের কাছে গেছেন। কিন্তু তারা ক্ষতিপূরণ না পেয়ে বিদ্যালয়ের মূল ফটক বন্ধ করে দেয়। ক্ষতিপূরণ না পেলে বিদ্যালয় চালু করতে দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিতে থাকে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য সোমবার নবোদয় বিদ্যালয়ের টাকারজলার পাকা বাড়িতে যান মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় সভা। মন্ত্রীর এই আশ্বাস পেয়ে জমিদাতা ১৩ পরিবারের লোকজন সহ অভিভাবক মহলে খুশির হাওয়া।

সভাপতির অনুপস্থিতিতেই ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বৈঠক ঘিরে প্রতিবাদ সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। সভাপতির অনুপস্থিতিতেই ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পূর্ণ হল বৈঠক। প্রতিবাদে সামিল ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদস্যরা নৈরাজ্য চলছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে। গোষ্ঠী কোন্দলে জেরে এবার সভাপতির অনুপস্থিতিতেই সম্পূর্ণ হল বৈঠক। ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সভাপতি তপন লোধ। জানা যায়, সভাপতিকে ছাড়াই অবৈধভাবে এদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের এপেক্স কমিটির সদস্যরা। এ নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। এ বিষয়ে সভাপতি তপন লোধ জানান, ২৯ এপ্রিল চিঠিটি দেওয়ার পর তিনি ৩০ এপ্রিল রাতের বেলা চিঠিটি পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সভাপতির অনুমোদন ছাড়াই এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করেছেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস ঘোষ। পরবর্তী সময় বৈঠকটি বাতিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরেও যথারীতি আজ বৈঠক শুরু হয়েছে। কিন্তু এই বৈঠকের দায়িত্ব এখন তাদের নিতে হবে। এবং জেনারেল বডি এই বিষয়ের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। পাশাপাশি বৈঠকের নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে না। এদিন সভাপতি আরো বলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সহ কতিপয় কয়েকজন সদস্য সঠিকভাবে এখনো এসোসিয়েশনের অফিস চিনতে পারেনি। তবে আজকে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা তীব্র নিন্দা জনক বলে জানান তিনি। পরে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ঘেরাও করলেন আগরতলা শহরের ক্রিকেট সংস্থার বিভিন্ন ক্লাব। প্রতিবাদে সামিল হয় তারা। তাদের দাবি অবৈধভাবে বৈঠকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গ্রামীণ এলাকার মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে প্রাণীপালনকে গুরুত্ব দিতে হবে ঃ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ মে।। বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলাপমেন্ট, কো-অর্ডিনেশান এণ্ড মনিটরিং কমিটির (দিশা) এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। সভায় উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, সহকারি সভাধিপতি বিভিষণ চন্দ্র দাস, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, বিধায়ক স্বপা মজমদার, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক অশোক কুমার মিত্র, জেলার ত্রিস্তর প'ায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজ বাহিদ এ, জেলার বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার ও সাবম মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি রূপায়ণে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এসমস্ত কর্মসূচি জনকল্যাণে গৃহীত হয়। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। সভায় তিনি বলেন, জেলার দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের ট্রাই সাইকেল দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে শান্তিরবাজার ও রাজনগরে দু'টি মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। গ্রামীন এলাকার মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে মৎস্যচাষ ও প্রাণীপালনকে গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি রূপায়ণেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

জেলাভিত্তিক দিশা কমিটির সভায় জেলায় জল জীবন মিশন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, মৎস্য, এমজিএন রেগা, প্রাণীসম্পদ, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার রূপায়িত কর্মসূচিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাছাড়াও সভায় বিলোনীয়া হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ, মুহুরি চরের সমস্যা সমাধান, রাজনগর ও বিলোনীয়ায় সীমান্ত হাট নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে সাতচাঁদ, বকাফা ও রূপাইছড়ি ব্লকের ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের নোডাল অফিসারদের হাতে মোবাইল কমন সার্ভিস সেন্টারের ভ্যানের চাবি তুলে দেন।

কল্যাণপুরে দুঃস্থ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ মে।। পিতৃ মাতৃ হীন দরিদ্র, দুঃস্থ অসহায় শিশুদের জন্য খোয়াই জেলাতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে উৎসর্গ সামাজিক সংস্থা। মূলত এর কান্ডারী পীযুষ রায় তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২০১৩ সাল থেকে এই সমাজ সেবা মূলক কাজ করে আসছেন। মঙ্গলবার কল্যাণপুর থানাধীন বাগানবাজার চা বাগান এলাকায় নুতন একটি অনাথ আশ্রমের মতো দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। এর নাম দেওয়া হয় মাতৃছায়া শিক্ষাকেন্দ্র। এতে পিতৃ মাতৃ হীন দুঃস্থ অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের সকাল সাত টা থেকে রাত নয় টা পর্যন্ত রেখে খাবার, বই, খাতা সহ জামা কাপড় এবং শিক্ষা দান করা হবে। উৎসর্গ সামাজিক সংস্থার এই রকমের তিনটি আশ্রম রয়েছে। তিনি মঙ্গলবার এর অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলার সবাই কে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার আহ্বান জানান। কারণ তার একার পক্ষে এই ধরণের শিক্ষা কেন্দ্র যা অনেকটাই অনাথ আশ্রমের মতো তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

রক্তদানে মানুষের জীবন বাঁচানো মনুষ্যত্বের পরিচয় : খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রক্তদানে মানুষের জীবন বাঁচানো মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে থাকে। আজ রাজধানী আগরতলার আইজিএম হাসপাতালের নার্সিং ইনস্টিটিউটে ত্রিপুরা ফুটপাত হকার সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে একথা বলেন খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক অসাধ্য সাধন ঘটলেও কৃত্রিম উপায়ে রক্ত আবিষ্কার এখনও হয়নি। ফলে যে সমস্ত রোগীর কোনো কারণে অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন সেই রক্ত সুস্থ মানুষের শরীর থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। এইজন্য রক্তদান একটি মহৎ দান বলে বিবেচ্য।

এদিন তিনি বলেন, মানুষের বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া একজন আদর্শ মানুষের পরিচয়। প্রতি মুহূর্তে একবিন্দু রক্তের জন্য জীবনযুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে শত শত মানুষ, এটা আমাদের কোনোভাবেই কাম্য নয়। ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে টাটকা রক্তের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য রক্তদান করা আমাদের দায়িত্ব এবং নৈতিক কর্তব্যর মধ্যে পড়ে, দাবি করেন তিনি।

তাঁর পরামর্শ, মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য হতে হবে। তাতে আগামী দিনে মানুষের দুর্ভোগ অনেক কম করা যাবে। স্বেচ্ছায় রক্তদান করার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।

তাঁর কথায়, সভ্যতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কর্তব্যমূলক কর্মসূচিগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মহৎ এবং পবিত্র কাজটি হল মানুষের জীবন বাঁচানো। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পক্ষে কোন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাই এক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটি রক্তদান হতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাই তিনি সকল ছাত্র-যুব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

আর্থিক সঙ্কটের কারণে পড়ালেখা বন্ধের পথে এক হকারের ছেলে-মেয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। আর্থিক সঙ্কটের কারণে পড়ালেখা বন্ধের পথে এক হকারের ছেলে-মেয়ের। মিলছে না কোন ধরনের সরকারি সুযোগ সুবিধা। ঘটনা গন্ডাছড়ার হরিপুর ১২ কার্ড এলাকায়।গন্ডাছড়ার হরিপুর ১২ কার্ড এলাকার বাসিন্দা তপন মল্লিক। শারীরিক ভাবে তিনি কিছুটা অসুস্থ। তাই সেই রকম কোন কাজ করতে পারেন না। বহু মানুষ রয়েছে সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপে চুমুখ দিতে দিতে সংবাদ পত্র নিয়ে বসেন। যারা এই সংবাদ পত্র মানুষ ঘুম থেকে উঠার আগে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেয়, তাদের মধ্যে একজন তপন মল্লিক। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে তারা এই কাজ করে থাকে। তপন মল্লিকের সংসারে স্ত্রী ও এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। অভাবের সংসার। নুন আনতে পান্থা ফুরায়। বাড়ি বাড়ি সংবাদ পত্র পৌঁছে দিয়ে যেই টাকা পান তা দিয়ে কোনক্রমে সংসার চলে। স্বাভাবিক ভাবেই তপন মল্লিকের ছেলে মেয়ের পড়া লেখা বন্ধের পথে। তপন মল্লিকের স্ত্রী জানান ওনার স্বামী সংবাদ পত্র বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে মাসে ৩ হাজার টাকা পান। সেই টাকা দিয়ে সংসার চলে। ওনার স্বামী শারীরিক ভাবে অসুস্থ তাই অন্য কোন কাজ করতে পারে না। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করলেও জুটেনি বিপিএল কার্ড। তিনি আরও জানান কন্যা সন্তানের ভাতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তাও এখনো মিলেনি। বর্তমানে তিনি সরকারের নিকট সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবি জানান।

রাজভবনে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হয়। ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যপালের সচিব টি কে চাকমা। অনুষ্ঠানে এই দুই রাজ্যের পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

৪৯ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ০২ মে।। আগরতলা পুর নিগমের ৪৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত আমতলী থানা সংলগ্ন এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।এইদিন নিগমের মেয়রের সাথে ছিলেন এলাকার বিধায়িকা মিনা রানী সরকার সহ স্থানীয় কাউন্সিলার ও আধিকারিকরা। এইদিন এলাকার তিনটি পুকুর, অর্ধ নির্মিত কমিউনিটি হল, বেহাল রাস্তা ও ড্রেইন সরজমিনে ঘুরে দেখেন নিগমের মেয়র। পরবর্তী সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার জানান স্থানীয় জনগণ দীর্ঘ দিন ধরে এলাকার সমস্যা গুলির বিষয়ে জানিয়ে আসছে। তাই এইদিন এলাকাটি ঘুরে দেখেছেন। তিনটি পুকুর এইদিন ঘুরে দেখেছেন। পুকুর গুলির পাড় বাধানো হবে। একই সাথে এলাকায় থাকা পরিত্যক্ত মাঠটি খেলার উপযোগী করে তোলা হবে। তিনি আরও জানান এলাকার রাস্তা ও ড্রেইন গুলি সংস্কার করা হবে। এডিবি ফান্ড থেকে অর্থ ব্যয় করে এই সকল কাজ করা হবে। তিনি আরও জানান মানুষকে সঠিক পরিষেবা প্রদানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান আগরতলা পুর নিগম।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর শুভ অক্ষয় তৃতীয়া মেগা লাকি ড্র

আগরতলা, ২ মে।। ১৭ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে উদযাপিত হয়েছে 'শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব'। ১২ দিন যাবৎ চলা এই বিশেষ অফারে গ্রাহকরা কেনাকাটার করার জন্য কুপন পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকেই সংস্থার কলকাতার গড়িয়াহাট শোরুমে ১লা-মে ২০২৩ লাকি ড্র-এর মাধ্যমে মেগা ড্র -এর বিজয়ীদের বেছে নেওয়া হয়। সেই উপলক্ষে বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা এবং রূপক সাহা জ্জ এদিন তারাই গ্রাহকদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ৩ টি স্কুটি- র লাকি ড্র কুপনগুলি বেছে নেন।

বিজয়ী গ্রাহকরা হলেন শ্রী পঙ্কজ সাহা- O-0850, শ্রীমতি পূর্ণিমা দেবনাথ- A1537, শ্রীমতি শিপ্রা গোস্বামী- B1333 ৩জন ভাগ্যবান বিজয়ী গ্রাহকদের হাতে তাঁদের পুরস্কারগুলি আগামী দিনে এক বিশেষ উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে দেওয়া হবে।এই অনুষ্ঠানে এসে দেবজ্যোতি মিশ্র বলেন, ”এখানে এসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব - এর লাকি ড্র কুপন বাছাই করে আর ভাগ্যবান গ্রাহকদের নাম ঘোষণা করতে পেরে সত্যিই খুব

খুশি হয়েছি।'' সঙ্গে তিনি বিজয়ীদের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- কেও এতো সুন্দর এক আয়োজন করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। প্রথমেই সবাই কে জানাই নববর্ষ ও অক্ষয় তৃতীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্জ এই বছরের ”শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব ” অসামান্য সাফল্য পেয়েছে। আমাদের সকল প্রিয় গ্রাহকদের ও রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এই আয়োজনে পাশে থাকার জন্য। একইসঙ্গে বরাবরের মতো, সংস্থার তরফে গ্রাহকদের আশ্বস্ত করছি আমাদের গয়নার গুণমান, পরিষেবা এবং সঠিক মূল্য নিয়ে।''- বলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর রূপক সাহা।

''আমরা সবাই জানি, অক্ষয় তৃতীয়া খুবই শুভ তিথি। তাই এরকম শুভ সময়ে সোনা কিনে তার উজ্জ্বল ছটায় সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে আমরা সকলেই চাই। এবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় হিরে ও সোনার নতুন নতুন কালেকশনে আমাদের প্রত্যেক শোরুম সেজে উঠেছিল। আর গ্রাহক বন্ধুরা পাশে থাকাতে সেই সাজ আরো উজ্জল হয়ে উঠেছিল'- বলেন সংস্থার আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা। নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় ও সকল কে অভিনন্দন জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।